www.muslimdm.com

ইকামতে দ্বীন

বই : ইকামতে দ্বীন
লেখক : **মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ**
পৃষ্ঠপোষক : অধ্যক্ষ, আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রথম প্রকাশ : ২০১৪ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : **অক্টোবর ২০২৪ ইং**
প্রকাশনায় : সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৯২৩১৩০৫৬৫ (WhatsApp, telegram)

www.muslimdm.com

ইকামতে দ্বীন

লেখক

মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
প্রধান মুহাদ্দিস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১

প্রকাশক

সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১।

www.muslimdm.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com
Web : darunnazatkitabbivag.com
: @dmkbofficial, উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

মুল্য: ১৫০ টাকা

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]

Page in actual:86, Forma: 5.4 , gms: 80 (offset)
Ikamote Deen
By :Mufti Muhammad Abdul Latif Shekh
published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh
E-mail : info. siddikia2024@gmail.com

উৎসর্গ

কুত্ববুল আলম, আমীরে শরীয়ত, আমীরে তরীকত, আমীরে হিযবুল্লাহ, ছারছীনা শরীফের আলা, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহিব্বুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর, জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম কামনায়।

www.muslimdm.com

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা..৯

ভূমিকা...১৩

ইকামতে দ্বীনের পরিচয় ১৪

১ম শব্দ : "ইকামত" (إقامة) এর আভিধানিক অর্থ :.....................১৪

২য় শব্দ "দ্বীন" (دين) এর শাব্দিক অর্থ :...................................১৪

দ্বীন (الدين) এর পারিভাষিক অর্থ : ১৫

পবিত্র হাদীসে দ্বীন (دين) এর অর্থঃ ১৫

হাদীসে জিবরীল অনুযায়ী দ্বীনের ছকঃ......................................১৬

"ইকামতে দ্বীন" (إقامة الدين) দ্বারা উদ্দেশ্য : ১৭

১. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার দুমাইজী الإمامة العظمى গ্রন্থে বলেন,১৭

২. কেউ কেউ বলেন,...১৭

৩. শাইখুল আযহার সাইয়েদ তানতাভী বলেন,...........................১৭

৪. শিহাবুদ্দীন আলূসী রহ. বলেন,..১৭

৫. বিখ্যাত মিসরী আলেম ড. মুহাম্মদ বুলূজ বলেন, ...১৮

৬. প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,.........................১৮

মুফাসসিরদের দৃষ্টিতে ইকামতে দ্বীন সংক্রান্ত আল-কুরআনের বাণী أن أقيموا الدين (আন আকীমুদ্দীন) এর ব্যাখ্যা : ১৯

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃ ৯১১হি.) তাফসীরে দুররে মানছুরে উল্লেখ করেন- ১৯

২. ইমাম আবু জাফর তবারী রহ. (মৃ. ৩১০হি.) বলেন-...............১৯

৩. আবুল মুজাফফার মানসুর বিন মুহাম্মদ আস সাময়ানী রহ. (মৃ ৪৮৯ হি.) বলেন- ১৯

৪. ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃ ৬৭১হি.) বলেন- ২০

৫. বর্তমান শতাব্দীর বিশিষ্ট মুফাসসির শায়খ মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন– ২০

৬. শায়খ আব্দুর রহমান সাদী বলেন-.....................................২০

৭. মুফাসসির ইমাম আবু হাইয়ান আন্দালুসী রহ. (মৃ ৭৪৫ হি.) বলেন–২০

৮. শায়খ আহমদ মুস্তাফা আল মারাগী বলেন– ২০

অনুসিদ্ধান্তঃ... ২১

ইকামতে দ্বীনের পরিচয় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নমূনা ছকঃ ২২

ছকের ব্যাখ্যা :...২২

ইকামতে দ্বীনের হুকুমঃ..২২

ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব...২৩

১. ইকামতে দ্বীন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ....................................২৩

২. দ্বীন কায়েমের জন্য অঙ্গীকার গ্রহণঃ ২৩

www.muslimdn.com

৩. মহানবী ﷺ কে প্রেরণের উদ্দেশ্য দ্বীন কায়েম:........................২৩
৪. ইকামতে দ্বীনের নির্দেশ সকল নবীর প্রতি ছিল: ২৩
৫. খেলাফতের উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দ্বীন: ২৪
৬. আমর বিল মারুফ-নাহী আনিল মুনকার এর মূল উদ্দেশ্য ইকামতে দ্বীন: ২৪
৭. হিজরতের উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দ্বীন : ২৪
৮. ইকামতে দ্বীনের জন্যই বদরী সাহাবাদের এত মর্যাদা: ২৫
৯. ইকামতে দ্বীনের কারণেই সাহাবায়ে কেরামের দানের এত মর্যাদা: ২৫
১০. আনসারদের মর্যাদা ইকামতে দ্বীনের জন্যই : ২৫
১১. জিহাদের এত ফযীলত শুধু ইকামতে দ্বীনের জন্যই:................২৬
ইকামতে দ্বীনের ফযীলত ২৭
ইকামতে দ্বীন না করার ক্ষতি:.. ২৭
ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রসমূহ..২৮
ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম: ২৮
ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের ফযীলত:.....................................২৯
পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম : ২৯
সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েম: ৩০
সমাজ জীবনে দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়................................ ৩১
অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েম:... ৩১
অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়:.........................৩২
রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম: ৩২
ইকামতে দ্বীনের তিনটি ধাপ.. ৩৪
ইকামতে দ্বীনের পন্থা.. ৩৫
প্রকাশ থাকে যে, ইকামতে দ্বীনের মৌলিক পন্থা দুটি। যথা: ৩৫
حفظ الدين (হিফযুদ দ্বীন) বা দ্বীন সংরক্ষণ:............................. ৩৫
দ্বীন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ...................................... ৩৫
تنفيذ الدين (তানফীযুদ দ্বীন) বা দ্বীন পালন ও বাস্তবায়ন ৩৭
ক) ব্যক্তি পর্যায়ে ৩৭
খ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ৩৭
ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ও ইকামতে দ্বীন...................................৪০
ইসলামে রাজনীতির বিধান ৪২
এ প্রশ্নের জবাব হলো,...৪৩
যুগে যুগে ইকামতে দ্বীন... ৪৪
১. নববী যুগ: ৪৪
২. সাহাবা যুগ:... ৪৪

www.muslimdm.com

৩. তাবেয়ীন ও ইমামদের যুগ: ৪৪
৪. পরবর্তী উলামা ও আউলিয়ায়ে কেরামের যুগ: ৪৫
ইকামতে দ্বীন বনাম তাজদীদে দ্বীন ৪৫
ইকামতে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম ৪৬
ইকামতে দ্বীনের সাধারণ পদ্ধতি ৪৭
প্রথম কাজ: ইলম ও আমল ৪৭
দ্বিতীয় কাজ: দাওয়াত ও জিহাদ ৪৭
তৃতীয় কাজ: একতাবদ্ধতা ৪৭
ইকামতে দ্বীনের পথে বাঁধাসমূহ ৪৯
১. "সংকীর্ণতা" এবং "অপরের ভালোকে সমর্থন না দেয়া"র ব্যধি: ৪৯
২. ইসলাম সম্পর্কে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা: ৪৯
৩. সকলের অংশগ্রহণ না থাকা: ৪৯
দ্বীন কায়েম করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন ৪৯
শেষ কথা ৪৯
বইটি পড়ে যা শিখলাম ৫০
প্রতিযোগিতা ফরম ৫০

www.muslimdm.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ ও মুমিন বান্দার সম্পর্ক বড়ই ভালোবাসার ও ভালোলাগার। আল্লাহ তাআলা বলেন, {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}[1] অর্থ: "আমি পৃথিবীতে এক খলীফা বানাতে চাই"। আর বান্দাও বলে, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل[2] অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমার সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে প্রতিনিধি।" কী চমৎকার কথা। ভালোবাসার কোন পর্যায়ে গেলে উভয়পক্ষ পরস্পরকে প্রতিনিধি (خليفة) বলতে পারে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা নিজেই বান্দাকে খলিফা বানালেন। জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান সবই বিনা চাওয়ায় দান করলেন। আবার আল্লাহ তাআলাই বলেন,
{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}[3] অর্থ: "বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে-এর বিনিময়ে।" বান্দা, আসো! আমার দেয়া জান মাল আমার কাছেই বিক্রি

[1] [البقرة: 30]
[2] الجامع الصحيح سنن الترمذي - (5 / 317)
[3] [التوبة: 111]

করো। এমনিতে নয়, এক অভাবনীয় অসম্ভব মূল্যে। জান্নাতের বিনিময়ে। তাহলে দেখুন, আল্লাহর সাথে আমাদের ভালোবাসা কেমন। হে আল্লাহ! এমন সম্পর্ক রক্ষা করার তাওফিক সবাইকে দান করো।

এমন অমূল্য সম্পর্কের একটাই কারণ, তা হলো ইকামতে দ্বীন। এ মহান লক্ষটির জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবি-রাসুলকে এ জন্যই পাঠানো হয়েছে। সকল নবি-রাসুলই তাদের এ পবিত্র মিশনে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা সামান্যতমও ত্রুটি করেননি। এ পৃথিবীতে একামতে দ্বীনের প্রথম রূপকার হলেন নবীগণ। তাদের দায়িত্বে নোকসানের সন্দেহ করাই হলো ঈমান হারা হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো নবীগণ কবীরা-সগীরা সকল গোনাহ থেকে মাসুম।

والإجماع منعقد على: أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر.[4]

"এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবীগণ কবীরা এবং সগীরা গোনহ থেকে মুক্ত।" এর খেলাফ আকিদা পোষণ করা বড়ই বিপদের কারণ। হাফিযানাল্লাহ।

একামতে দ্বীনের জন্যই যেহেতু মানুষের সৃষ্টি, সেহেতু এর পরিচয় জানা ও মানা আমাদের মৌলিক জ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ। এ ক্ষেত্রে সঠিক বুঝের অভাবে যেমন নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবো, তেমনি পুরো জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবো। প্রতিটি মুসলমানকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। একামতে দ্বীনের মাধ্যমেই মুমিনের মর্যাদার স্তর নির্ধারিত হয়। এ স্তর জ্ঞান ঠিক রেখেই যেন অপরের সাথে আমাদের আচরণ ও উচ্চারণ প্রকাশিত হয়, সবাইকে বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

আল্লাহ তাআলার চিরন্তন নীতি হলো, মানুষ হেদায়াত পাবে দুটি পদ্ধতিতে। ১.কিতাবুল্লাহ। ২. রিজালুল্লাহ।

আল্লাহর কুদরতে সবই সম্ভব। তারপরও আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য শুধু কিতাব পাঠান নাই। কিতাবুল্লাহর সাথে আম্বিয়ায়ে কেরামের মত রিজালুল্লাহকেও পাঠিয়েছেন। ১০৪ টি কিতাবের জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবি-রাসূলকে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। হযরত ইব্রাহিম আ. এর দোয়ায় এ দুটিরই আবেদন ছিল। তাঁর নিবেদন ছিলো:

{رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ}[5] । অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে।"

ইব্রাহিম আ. এর দোয়ার তারতীবকে একটু আগ-পিছ করে আল্লাহ তাআলা কবুল করে বলেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}[6] অর্থ: "তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিল।"

ইব্রাহিম আ. এর আবেদনে **تَزْكِيَة** ছিল একেবারে শেষে। অথচ আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসলেন সামনের সারিতে একটু আগে, এর মাধ্যমেই বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। ইব্রাহিম আ. এর দোয়া থেকে রিজালুল্লাহর গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল।

তালীম ছাড়া কখনো তাযকিয়া অর্জিত হয় না। এজন্যই বোখারি শরীফের হাদিসে এসেছে, [7]**إنما العلم بالتعلم** এ অর্থ: "(কেবল উস্তাদের নিকট থেকে) শিক্ষার্জনের মাধ্যমেই জ্ঞান (ইলম) হাসিল হয়।" এ বাক্যে **إنما** শব্দটি রিজালুল্লাহর অপরিহার্যতাকে ব্যক্ত করে। যা খুব সহজেই অনুমেয়। হাদিসের কিতাবগুলোর প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে শুধু শিক্ষকের নামের তালিকা। যাকে আমরা সনদ নামে চিনে থাকি। এর গুরুত্ব বুঝাতে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর মুকাদ্দামাতে আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এনে বলছেন, "দ্বীনি ইলমের জন্য শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষক ব্যতীত একা একা পড়াশুনা করলে মানুষ যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করবে।"[৮]

আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন **الإسناد من الدين** বইয়ের মুল কথা হলো, উলূমে শরিয়ার জন্য অবশ্যই শিক্ষক লাগবে। অন্য ইলমের জন্য উস্তাদ হলো সৌন্দর্য্য (زِينَةٌ) । একাধিক তলা বিশিষ্ট দালানের জন্য সিঁড়ি

---

[4] الدرر السنية في الأجوبة النجدية- (1 / 162)

[5] [البقرة : 129]

[6] [الجمعة : 2]

[7] صحيح البخاري - (1 / 37)

[8] মুকাদ্দামাতু মুসলিম।

যেমন। ইলমে দ্বীনের জন্য শিক্ষক তেমন। অতএব, রিজালুল্লাহ ব্যতীত কুরআন সুন্নাহর কোনো জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য নয়। হক বাতিলের পার্থক্য এখানেই। বাতিলদের ফাহমের কখনও সনদ থাকে না। বাতিলদের একটা বদ অভ্যাস হলো তারা খালাফদের মাধ্যমে সালাফ ঠিক করে। এ পদ্ধতিটি সবার মতেই পরিত্যাজ্য। সঠিক নিয়ম হলো সালাফের উসুলের মাধ্যমে খালাফ নির্ণিত হবে। ইসলাম একটি তুরাছি (ঐতিহ্য নির্ভর) ধর্ম। হাদাছী (নব আবিষ্কৃত) নয়। আধুনিকতা দিয়ে ইসলামকে মাপা যাবে না, যেমনটা সেকুলাররা করে। বরং আধুনিকতাকে মাপতে হবে ইসলামকে দিয়েই। যা সালাফের শতসিদ্ধ অভিমত।

৭২ ফেরকা সবাই সনদহীন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত সর্বদাই মুসনাদ। আয়াত হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র মূলনীতি। অতএব, মুজতাহিদ ইমামদের বিপরীতে যুক্তি যতই ভালো লাগুক না কেন তা কখনই গ্রহণ করা যাবে না। এজন্যই ইবনে মাসউদ বলেছেন,

[9] اِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم. অর্থ: "তোমরা অনুসরণ করো, নতুন মত-পথ (বিদ'আত) উদ্ভাবন করো না। তবেই তোমরা রক্ষা পাবে।"

'ইকামতে দ্বীন' কুরআনের পরিভাষা। ইকামতে সালাতের মত এক্ষেত্রেও আমাদেরকে রিজালুল্লাহর ব্যাখ্যা শুনতে হবে। আমাদের ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যার সাথে তাঁদেরকে না মিলিয়ে, তাঁদের ব্যাখ্যার সাথে আমাদের ধারণাকে মিলিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় আমরাও বাতিলদের নীতির অনুসারী হয়ে যাব। আমরা যতই জ্ঞানী আর গুণী হইনা কেন, সালাফের খেলাফ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। তাদের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সকল কল্যাণ নিহিত।
ইকামতে দ্বীনের উপর একাধিক বই পড়েছি। লেখকের বই হলো তার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের অন্যতম, আমার জীবনের মাইল ফলক, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার শাইখুল হাদিস, মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ এর **'ইকামতে দ্বীন' বইটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে বাংলা ভাষায় রচিত এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই**। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। হুজুরের লেখাটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে পর্যাপ্ততার স্থানও দখল করেছে। আসলে বড়দের কাজের কলেবর ছোট হলেও ফাহমের জন্য যথেষ্ট হয়। এ বিষয়ে হুজুরের চিন্তাটি খুবই বাস্তব সম্মত মনে হয়েছে।

হুজুর প্রথমে শাব্দিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এরপর পারিভাষিক অর্থ সংগ্রহ করেছেন নুরুল আনোয়ার গ্রন্থ থেকে। ফাহমে কামেলের জন্য অঙ্কন করেছেন একটি চমৎকার টেবিল। সালাফে সালেহীন ইকামতে দ্বীনের কী ব্যাখ্যা দিতেন তা স্পষ্ট করেছেন। সূরায়ে শূরার ১৩ নং আয়াত[10]{ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ } অর্থ: "তোমরা দ্বীন কায়েম করো।" দ্বারা সালাফের তাফসীর হলো: দ্বীন মানা এবং সামর্থানুযায়ী অন্যকে মেনে চলার পরিবেশ করে দেয়া। বিশ্ব বিখ্যাত সাতজন মুফাসসির এমনি মত দিয়েছেন। এখানে হুজুর একটা গুরুত্বপূর্ণ টেবিল ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইকামতে দ্বীনের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করে পাঠককে পরিতৃপ্ত করেছেন। ইকামতে দ্বীনের তিনটি ধাপ: ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র– তা তিনি স্পষ্ট করেছেন। আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে এ স্তরগুলোর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম সবচেয়ে বেশি অপরিহার্য তথা ফরযে আইন তা দালিলিকভাবে প্রমাণ করেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইকামতে দ্বীন হলে তা পূর্ণতা পায় –তারও আলোচনা করেছেন। এপর্যায়ের হুকুম হলো ফরযে কিফায়া।
রাজনীতি দিয়ে ইসলামকে সাজানো যাবে না। ইসলাম দিয়েই রাজনীতিকে সাজাতে হবে। শরিয়তের দাবি পূরণ করেই আমাদের মাদরাসা, খানকাহ ও সংগঠন সাজাতে হবে। দ্বীনকে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। আলেমগণ তালিম-তরবিয়ত, হক্কানী পীর মাশায়েখগণ তরিকত-তালিম, দাঈগণ দাওয়াত এবং মুজাহিদিন জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনকে সংরক্ষণ করবে। সবগুলোরই গুরুত্ব আছে। শুধু একটাকে যথেষ্ট মনে করা অনুচিত। আমল-আখলাক, তালিম-তরবিয়ত, ইবাদত-বন্দেগী, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র সবগুলোই শরিয়তের চাহিদানুযায়ী সাজাতে হবে। আল্লামা তাকী উসমানি দা. বা. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ تكملة فتح الملهم -এ বিষয়টি দলিল দিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

---

9 سنن الدارمي (1 / 87)

10 [الشورى : 13]

www.muslimom.com

রাষ্ট্র ক্ষমতা কখনই মুমিনের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতই একমাত্র লক্ষ্য। {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}
অর্থ: "আমি মানুষ এবং জিন জাতীকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদাতের জন্যই।"[১১]

{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج : 41]
অর্থ: "তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। সব কাজে পরিণতি আল্লাহরই হাতে।"[১২]

অতএব হুকুমতকে মাকসুদে আসলী মনে করা সম্পূর্ণ গর্হিত ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। সহিহ আকিদা ও আমলই আমাদের মাকসুদে আসলী হবে। বাকি সবকিছু এ মাকসুদের সহায়ক। নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং যাকাতসহ সকল ইবাদতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এগুলোকে রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যম মনে করলে ইসলামের মূল গতিই দাফন হয়ে যাবে। প্রায় সকল নবীর ওপরে তোহমতের ধরনা আসার কারণে ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভনা রয়েছে। কেননা মূল লক্ষ্য হাসিল হলে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। যে কোনো পদ্ধতি বা অসিলা প্রয়োজন অনুযায়ী হয়। প্রয়োজন শেষ হলে সে পদ্ধতি বা অসিলা আর দরকার হয় না। অথচ ইবাদাতের হুকুম কখনও দূর হওয়ার মত নয়। আল্লামা তাকি উসমানি মা. জি. আ. এ বিষয়টি ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমরা যারা ইকামতে দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত আছি আল্লাহর দরবারে যে তা মাকবুল হয় এ জন্য পুস্তিকাটি প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছি। বিজ্ঞ পাঠকের নজরে কোন ধরনের ইলমী নকদ থাকলে মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। আগামী মূদ্রণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ ।

www.muslimdm.com

---
11 الذاريات : ৫৬
12 সূরা হজ্জ, আয়াত: ৪১।

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১৩] সাথে সাথে তিনি মানুষকে দুনিয়াতে নিজের খলীফা[১৪] বা প্রতিনিধিও বানিয়েছেন।[১৫] দুনিয়াতে চলার জন্য তিনি তাদেরকে দ্বীন তথা জীবনবিধান দান করেছেন। যার নাম ইসলাম। যেমন তিনি বলেন-

إن الدين عند الله الإسلام

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।'[১৬] আল্লাহ তাআলার খলীফা হিসেবে এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার দ্বীন তথা ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করবে এটাই কাম্য।

তবে এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন, দ্বীন কায়েম এর অর্থ হলো- রাষ্ট্রে দ্বীনের বিধান প্রতিষ্ঠা করা। তাদের কাছে রাষ্ট্র কায়েমই মূল লক্ষ্য। নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদত উক্ত মূল লক্ষ্য হাসিলের জন্য ট্রেনিং স্বরূপ মাত্র।

আবার কেউ কেউ বলেন, দ্বীন কায়েম অর্থ ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ তাআলার বিধান পালনের পাশাপাশি সমাজের মানুষকে তা পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। রাষ্ট্র তাদের নিকট অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু দ্বীন কায়েম বলতে আসলে কি বুঝায়? এক্ষেত্রে কার দায়িত্ব কতটুকু? এর পরিধি কী? আলোচ্য পুস্তিকায় আমরা এ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের আশা পোষণ করি। আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত তাওফীকদাতা।

www.muslimdm.com

---

১৩. আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।] (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি বলে পৃথিবীতে তাঁর বিধান বাস্তবায়নকারী বুঝানো উদ্দেশ্য।

১৫. আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً [নিশ্চয় আমি পৃথিবীতের প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।] (সূরা বাকারা:৩০)

১৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৯

ইকামতে দ্বীনের পরিচয়

"ইকামতে দ্বীন" শিরোনামটি 'ইকামত' (إقامة) ও 'দ্বীন' (دين) এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। ইকামতে দ্বীন সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে হলে প্রথমত 'ইকামতে দ্বীন' এর পরিচয় জানা জরুরী। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উভয় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। অতঃপর পূর্ণ শিরোনামটির ব্যাখ্যা প্রদান করব। ইনশা আল্লাহ।

১ম শব্দ : "ইকামত" (إقامة) এর আভিধানিক অর্থ :

إقامة (ইকামত) শব্দটি বাবে ইফয়াল থেকে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এটি ق و م মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর ক্রিয়ার রূপ হলো أقام،يقيم (আকামা– ইউকিমু)। অভিধানে শব্দটির অর্থ নিম্নরূপ:

আল মুজামুল ওয়াসিত নামক অভিধানে বলা হয়েছে–

1- أقام بالمكان لبث فيه و اتخذه وطنا

- ✓ কোনো স্থানে **অবস্থান করা** বা সে স্থানকে **বসবাসস্থল বানানো**

2- أقام فلانا من مكانه أزاله عنه

- ✓ কাউকে তার স্থান থেকে **উঠিয়ে দেয়া**

3- أقام الشيء أدامه و أنشأه موفى حقه ومنه إقامة الصلاة

- ✓ কোনো কিছুকে **সর্বদা পালন করা** বা কোনো কিছুকে তার **হক পূর্ণ করে রূপদান করা**। আর এ থেকেই ইকামাতুস সালাত বা সালাত কায়েম করার প্রসঙ্গটি এসেছে।

4- أقام للصلاة نادى لها

- ✓ সালাতের জন্য **ইকামত দেয়া বা আহবান করা**

5- أقام العود والبناء ونحوهما عدله وأزال عوجه

- ✓ কাঠ বা ঘর **সোজা করা** বা **বক্রতা দূর করা**

6- أقام الشرع أظهره وعمل به

- ✓ শরীয়তকে **প্রকাশ করা** এবং তদানুযায়ী **আমল করা**।[১৭]

অতএব, ইকামত শব্দের অর্থ দাঁড়ালো– অবস্থান করা, দাঁড় করানো, সম্পাদন করা, সর্বদা পালন করা, পূর্ণ হকসহ আদায় করা, বক্রতা দূরা করা, প্রকাশ করা, প্রচলন করা ইত্যাদি। এখানে এসব অর্থ থেকে সর্বদা পালন করা, পূর্ণ হকসহ আদায় করা, প্রকাশ করা ও প্রচলন করা অর্থগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

২য় শব্দ "দ্বীন" (دين) এর শাব্দিক অর্থ :

আল মুজামুল ওয়াসিত নামক অভিধানে বলা হয়েছে–

(الدين) الديانة واسم لجميع ما يعبد به الله والملة والإسلام والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان والسيرة والعادة والحال والشأن والورع والحساب والملك والسلطان والحكم والقضاء والتدبير(ج) أدين وديون وأديان

(১) দ্বীন অর্থ দিয়ানত বা ধর্ম, (২) ঐ সকল বিধান, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হয়। (৩) মিল্লাত (৪) ইসলাম (৫) অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা (৬) সিরাত (৭) আদত বা অভ্যাস (৮) হাল বা অবস্থা (৯) শান (১০) পরহেজগারিতা (১১) হিসাব গ্রহণ (১২) রাজত্ব (১৩) ক্ষমতা (১৪) হুকুম (১৫) ফয়সালা (১৬) পরিচালনা ইত্যাদি। এর বহুবচন হলো أدين وديون وأديان (আদউন, দুয়ূন, আদইয়ান)।[১৮] উক্ত অভিধানে আরো আছে– **দ্বীন** অর্থ العبادة والطاعة তথা ইবাদত ও আনুগত্য।[১৯] তবে, এখানে দ্বীন অর্থ শরয়ী বা বিধান নেয়াটাই সমীচীন।

১৭. ইবরাহীম মুস্তাফা ও তার সঙ্গীগণ, আল মুজামুল ওয়াসিত, দারুদ দাওয়াত, মিশর, খ ২, পৃ ৭৬৭

১৮. ইবরাহীম মুস্তাফা ও তার সঙ্গীগণ, আল মুজামুল ওয়াসিত, দারুদ দাওয়াত, মিশর, খ ১, পৃ ৩০৭; ড. সাদী আবু হাবীব, আল কামূসুল ফিকহী, মাকতাবা শামেলা, খ ১, পৃ ১৩৩

১৯. আল মুজামুল ওয়াসিত, প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ ৩০৭

দ্বীন (الدين) এর পারিভাষিক অর্থ :

১. দ্বীনের[২০] পারিভাষিক পরিচয়ে নূরুল আনোয়ার কিতাবে আহমদ মোল্যা জিওয়ান রহ. বলেন,

الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو يشمل العقائد والأعمال

দ্বীন হলো খোদায়ী ঐ বিধান, যা জ্ঞানীদেরকে তাদের প্রশংসিত ইচ্ছায় মৌলিক কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। **এটি আকীদা এবং আমল উভয়কে শামিল করে।**[২১]

কেউ কেউ বলেন,

دين الرسل: اسم جامع لكل ما جاء به الرسول (ﷺ) عن ربه من أوامر ونواه وإرشادات في العقائد والعبادات والشعائر، وفي المعاملات والشرائع، وفي السلوك والأخلاق،22

রাসূলদের দ্বীন বলতে রাসূলগণ তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে আকীদা, ইবাদত, শায়ায়ের, মুয়ামালা, শরীয়ত, সূলূক, আখলাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে নির্দেশাবলী, নিষেধাজ্ঞাবলী ও নির্দেশনা ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন তার সমন্বিত রূপকে বুঝায়।

মোট কথা, দ্বীন বলতে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ধাবিত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে মৌলিক ও শাখাগত বিধানাবলী প্রদান করেছেন তার সমষ্টিকে বুঝায়। **অর্থাৎ, আকীদা, আমল ও ইহসান তথা বিশ্বাসগত, কর্মগত এবং আধ্যাত্মিক সব ধরণের বিষয়ই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে জিবরীল যার প্রমাণ।**

পবিত্র হাদীসে দ্বীন (دين) এর অর্থ:

পবিত্র হাদীসে দ্বীন বলতে ঈমান[২৩], ইসলাম[২৪] এবং ইহসান[২৫] এ তিনটির সমন্বিত রূপকে বুঝানো হয়েছে। যার প্রমাণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে জিবরীল।[২৬] সেখানে দেখা যায়, হযরত জিবরীল আমীন এসে মহানবী ﷺ কে প্রথমে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, মহানবী ﷺ উত্তরে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তথা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতা, কিতাব, নবী, আখেরাত এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলে ঈমানের পরিচয় দিলেন। অতঃপর ইসলামের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এ পাঁচটি বিষয় দ্বারা ইসলামের পরিচয় প্রদান করলেন। অতঃপর ইহসান সম্পর্কে জানতে চাইলে মহানবী ﷺ বললেন, ইহসান হলো, তোমার এমনভাবে ইবাদত করা, যেন তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে বিশ্বাস করো যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন। এ ঘটনার পরে জিবরীল আমীন চলে গেলে মহানবী ﷺ হযরত উমার রা. কে বললেন,

يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال:"فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

হে উমার! তুমি কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল? (হযরত উমার রা. বলেন) আমি বললাম আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ ই ভাল জানেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সে হলো জিবরীল আ.। সে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন[২৭] শিক্ষা দিতে এসেছিলো।[২৮]

২০. দ্বীন এবং মিল্লাত সত্ত্বাগতভাবে এক, কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন। কেননা, যেহেতু শরীয়তের আনুগত্য করা হয় তাই তাকে দ্বীন বলা হয়। তদ্রূপ তা সবকিছুকে একত্রিত করে বিধায় তাকে মিল্লাতও বলা হয়। আর তার দিকে ধাবিত হতে হয় বিধায় তাকে মাযহাব বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, দ্বীন, মিল্লাত ও মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য হলো- দ্বীন আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পর্কিত, আর মিল্লাত রাসূলের দিকে এবং মাযহাব মুজতাহিদের দিকে। (সাইয়েদ শরীফ জুরজানী, আত তারীফাত, খ ১, পৃ ১৪১)

২১. আহমদ মোল্যা জিওয়ান, নূরুল আনওয়ার, কাসেমিয়া লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ ৪

২২. www.al-waie.org/issues/252/article.php?id=540_0_42_0_M

২৩. ঈমান (إيمان) শব্দের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মহানবী ﷺ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে অকাট্যভাবে জানা গেছে তা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। আর তা আমলে পরিণত করা হলো ঈমানের পূর্ণতা। হাদীসে ঈমান বলে আকীদা বা বিশ্বাসগত বিষয়াবলীকে বুঝানো হয়েছে।

২৪. ইসলাম (إسلام) শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পন করা। পরিভাষায়, মহানবী ﷺ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাকে ইসলাম বলে। এখানে ইসলাম বলে শরীয়তের জাহেরী আমলসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

২৫. ইহসান (إحسان) শব্দের শাব্দিক অর্থ সুন্দর করা। পরিভাষায় ইহসান বলা হয় এমনভাবে ইবাদত করা যেন, ইবাদতকারী আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পান অথবা এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন। প্রথম স্তরকে মুশাহাদা এবং দ্বিতীয় স্তরকে মুরাকাবা বলা হয়।

২৬. হাদীসে জিবরীল নিম্নরূপ–

عن عمر بن الخطاب ﷺ قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذية وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام قال: " الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.......................... قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخبرني عن الساعة .... قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " مشكاة المصابيح - (رقم الحديث: ٢)

২৭. জিবরীল আমীন আ. এখানে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বুঝা গেল, দ্বীন এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টি।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. বলেন–فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ دِيْنًا মহানবী ﷺ উক্ত (ইসলাম, ঈমান ও ইহসান) সকল কিছুকে দ্বীন বললেন।[২৯]

তাই বলা যায় যে, দ্বীনের রোকন হলো ৩টি। যথা:

১) ঈমান বা আকায়েদ,
২) ইসলাম বা ফিকহ তথা ফুরুয়াত বা শরীয়ত,
৩) ইহসান বা তাসাওউফ।

যেমন, طبقات الشافعية الكبرى (তবাকাতুশ শাফেইয়াতিল কুবরা) কিতাবে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন–

عُلُوْمُ الشَّرِيْعَةِ فِي الْحَقِيْقَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْفِقْهُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالْإِسْلَامِ وَأُصُوْلُ الدِّيْنِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالْإِيْمَانِ وَالتَّصَوُّفُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالْإِحْسَانِ.

শরীয়ার এলেম মূলত তিন প্রকার। যথা:-

এক. **ফিকহ,** (হাদীসে জিবরীলে) 'ইসলাম' দ্বারা যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।
দুই. **উসূলুদ্দীন,** হাদীসে 'ঈমান' বলে যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।
তিন. **তাসাওউফ,** হাদীসে 'ইহসান' দ্বারা যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।[৩০]

www.muslimdm.com

হাদীসে জিবরীল অনুযায়ী দ্বীনের ছক:

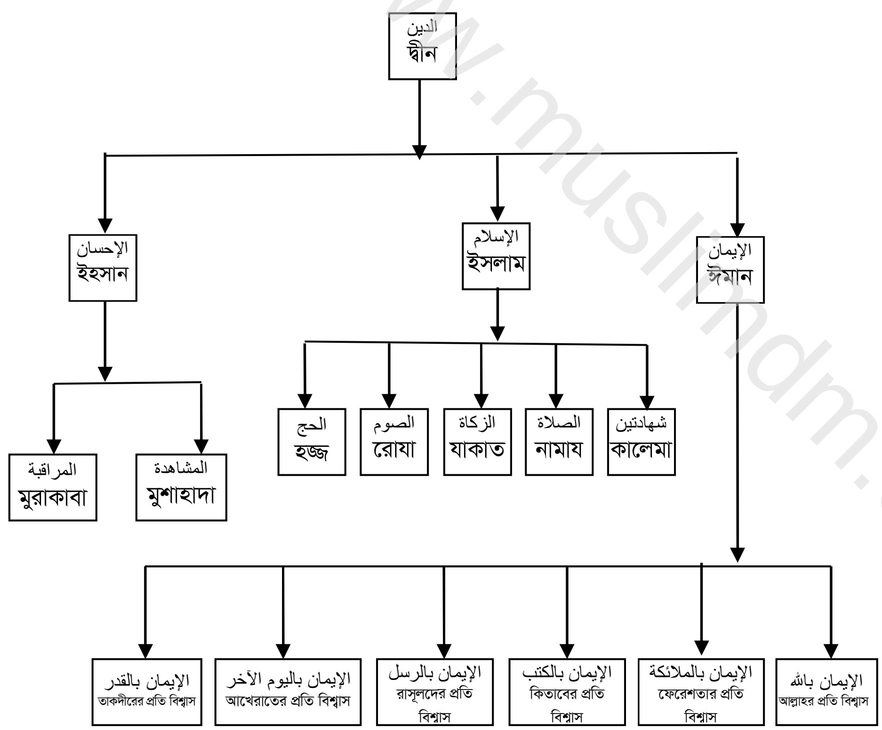

অর্থাৎ, দ্বীন হলো ৩টি বিষয়ের সমষ্টিগত রূপ। ঈমান তথা আকীদা, ইসলাম তথা আমল ও ইবাদত এবং ইহসান তথা ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা। এসব মিলেই দ্বীন। যতক্ষণ কোনো ব্যক্তির আকীদা শুদ্ধ না হবে, তার আমল সঠিক না হবে এবং আমলে ইহসান অর্জিত না হবে ততক্ষণ তাকে পূর্ণ দ্বীনদার বলা যাবে না।

মোট কথা, দ্বীন এবং ইসলাম উভয় শব্দের ব্যাপক এবং সংকীর্ণ দু'টি অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে সঠিক কথা হলো, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন যা আকীদা, আমল ও ইহসানের সমন্বিত রূপ তার অপর নাম হলো ইসলাম। অর্থাৎ, দ্বীন ও ইসলাম মৌলিক অর্থে সমার্থক।

---

২৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮
২৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫০ এর তরজমাতুল বাব দ্রষ্টব্য।
৩০. ইমাম সুবকী, তবাকাতুশ শাফেইয়াতিল কুবরা, হাজর লিততবায়া ওয়ান নশর, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩হি., খ ১, পৃ ১১৭

অতএব আলোচ্য বর্ণনা ও ছক থেকে প্রমাণিত হলো যে, আকীদা, ইবাদত ও ইখলাস (ইহসান) এর সমন্বিতরূপই দ্বীন। আর এ তিনটির যে কোনোটি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকাই দ্বীন কায়েমে ব্যস্ত থাকার শামিল। অতএব ইলমে তাসাওউফ শিক্ষাদানে ব্যস্ত হক্কানী পীরও ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আছেন, যেমন দ্বীনের অন্য দুই শাখা তথা আকীদা ও ফিকহ নিয়ে মশগুল আলেমগণ ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আছেন।

কেননা, পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসে জিবরীলে দ্বীন বলতে ঈমান তথা আকীদা, ইসলাম তথা ইবাদত এবং ইহসান তথা তাসাওউফকে বুঝানো হয়েছে। তাই যিনি ইলমে মারেফাত বা তাসাওউফ শিক্ষাদানে ব্যস্ত সেই হক্কানী শায়খও দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত। বরং বলা যায়, তাসাওউফ শিক্ষাদানকারী হক্কানী পীর দ্বীন কায়েমের ভিত্তিমূলক কাজ করে থাকেন। কারণ, তাসাওউফের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি। যেহেতু ব্যক্তির মাঝে দ্বীন কায়েম না হলে তার দ্বারা সমাজে সঠিকভাবে দ্বীন কায়েম করার কথা কল্পনাও করা যায় না, তাই ব্যক্তি গঠনে যারা ব্যস্ত তথা হক্কানী পীর মাশায়েখগণ অবশ্যই ইকামতে দ্বীনের মৌলিক কাজে নিয়োজিত আছেন বলে মানতে হবে।
যেমন, যিনি ইলমে শরীয়ত শিক্ষাদানে ব্যস্ত, তিনিও দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত। কারণ, শরীয়ত শিক্ষা না করে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয় কল্পনাও করা যায় না। আর তাসাউফ তো শরীয়ত মোতাবেক ব্যক্তির আমলী জিন্দেগী গঠনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাই তাসাওউফ শিক্ষাদাতা হক্কানী পীর নিঃসন্দেহে দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত।

এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত সত্যকে জ্ঞানীদের বিবেকের বিচারালয়ে হাজির করা। কেননা, সমাজের কিছু মানুষ আছেন, যারা শুধু রাষ্ট্র কায়েমকেই দ্বীন কায়েম বলে মনে করে থাকেন এবং ব্যক্তি গঠনকে তেমন তারা গুরুত্ব দিতে চান না, তারা ইলমে মারেফাত চর্চাকারীদেরকে দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত আছেন বলে স্বীকার করতে চান না। আর সে জন্যই এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা।

"ইকামতে দ্বীন" (إقامة الدين) দ্বারা উদ্দেশ্য :

ইকামত ও দ্বীন শব্দের আলাদা আলাদা বর্ণনার পরে এখন "ইকামতে দ্বীন" এর পূর্ণ শিরোনামটির পরিচয় পাঠক সমীপে তুলে ধরতে চাই।

১. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার দুমাইজী الإمامة العظمى গ্রন্থে বলেন,

إقامة الدين أي: جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه

অর্থ: দ্বীন প্রতিষ্ঠা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– নির্দেশিত পন্থায় দ্বীনের শিয়ার বা প্রতীকগুলো প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, আনুগত্য বা ইবাদতকে এখলাসপূর্ণ করা, সুন্নাহকে জীবিত করা এবং বিদআতকে মিটিয়ে দেয়া, যাতে আল্লাহর বান্দারা পরিপূর্ণভাবে স্বীয় মাওলার ইবাদতে মাশগুল থাকতে পারে।[৩১]

২. কেউ কেউ বলেন,

ইকামতে দ্বীন হলো- দ্বীনকে পালন করা ও ক্ষমতাশালী করা এবং সকল মানুষের অন্তরে দ্বীনকে মূল্যবান করে তোলা এবং সৃষ্টির সকল কর্মকাণ্ডে দ্বীনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা।[৩২]

৩. শাইখুল আযহার সাইয়েদ তানতাভী বলেন,

المراد بإقامة الدين: التزام أوامره ونواهيه، وطاعة الرسل في كل ما جاءوا به من عند ربهم طاعة تامة.

ইকামতে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের আদেশ ও নিষেধকে আঁকড়ে ধরা এবং রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার পূর্ণ আনুগত্য করা।

৪. শিহাবুদ্দীন আলূসী রহ. বলেন,

المراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه،

৩১ . শায়খ আব্দুল্লাহ বিন উমার দুমাইজী, আল ইমামাতুল উযমা, আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি., পৃ ৬৮

৩২ . www.tajdeed.org.uk/ar/posts/list/6519.page

ইকামতে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- দ্বীনের রোকনগুলো সুন্দরভাবে আদায় করা, দ্বীনের মধ্যে ভ্রান্তি পতিত হওয়া থেকে দ্বীনকে রক্ষা করা এবং সর্বদা দ্বীনের বিধান পালন করা।[৩৩]

৫. বিখ্যাত মিসরী আলেম ড. মুহাম্মদ বুলূজ বলেন,

معنى الإقامة للدين : حفظ الدين وتوفية حقه والاستقامة عليه، والعمل به والاستمرار والمداومة والثبات عليه، والقيام بأمره في النفس وفي الناس، وتهيء ما تحتاجه إقامته من وسائل وأسباب،

ইকামতে দ্বীনের অর্থ হলো- দ্বীনকে সংরক্ষণ করা, তার হক পূর্ণ করা, তার উপর অটল থাকা, তদানুযায়ী আমল করা, তার উপর দায়েম ও মজবুত থাকা, নিজের মধ্যে এবং অন্য মানুষের মাঝে তা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় আসবাব ও উপকরণ প্রস্তুত করা।[৩৪]

৬. প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة الدين

এমন কোনো নবী পাঠানো হয়নি যাকে যথাযথভাবে সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহর প্রতি স্বীকৃতি ও তার আনুগত্য কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর **এটাই হলো দ্বীন কায়েম তথা ইকামতে দ্বীন**।[৩৫]

৭. অধম প্রবন্ধকারের মতে ইকামতে দ্বীনের পরিচয় নিম্নরূপ হতে পারে-

المراد بإقامة الدين : هو ترويج ما يتعلق بالدين من العقيدة والأحكام والإحسان وإظهاره في جميع مجالات الحياة من الشخصية والأسرية والاجتماعية والدولية والعالمية وغيرها مع توفية الحق كما حقه.

"ইকামতে দ্বীন" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- দ্বীন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় তথা আকীদা, আহকাম ও ইহসান পূর্ণ হকসহ যথার্থভাবে জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচলন ও প্রকাশ করা।

মোটকথা, **"ইকামতে দ্বীন"** বলা হয়, রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সকল বিধান নিয়ে এসেছেন পূর্ণ হকসহ তা নিজে আদায় করা, তার উপর ইস্তেকমাত বা অটল থাকা, তাতে ভ্রান্তি ও ত্রুটি পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং সমাজের মানুষকে তা আদায়ে উৎসাহিত করা এবং সমাজে দ্বীনের বিধানের প্রকাশ ও প্রচলন ঘটানো। এ আলোচনায় ইকামতে দ্বীনের ৩টি দিক প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, ইকামতে দ্বীন হলো–

ক. দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করা,
খ. দ্বীনের বিধানগুলো সংরক্ষণ করা,
গ. দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহবান করা, যাতে তারা তা পালন করতে পারে।

এসবই দ্বীন কায়েমের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র সীরাতের প্রতি খেয়াল করলে আমরা এ বিষয়গুলোই লক্ষ্য করি। তাঁরা আল্লাহ তাআলার বিধান যেমন নিজেরা আমল করেছেন, তদ্রূপ তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন এবং উক্ত বিধান সমাজে প্রচলনের জন্য মানুষকে তার প্রতি দাওয়াতও দিয়েছেন।

অতএব, মহানবী ﷺ কর্তৃক আনিত বিধান যেমন নিজে সর্বদা পালন করতে হবে, তদ্রূপ তা সংরক্ষণের চেষ্টাও করতে হবে। আর তা পালনের জন্য সমাজবাসীকে দাওয়াতও দিতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত ব্যক্তিরা হলেন–

১. দ্বীন পালনকারী সাধারণ মুসলিমগণ,
২. দ্বীনের ইলম সংরক্ষণকারী হক্কানী আলেমগণ,
৩. দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত দায়ী, মুবাল্লিগ ও মুজাহিদগণ।

এঁরা সবাই কোনো না কোনোভাবে দ্বীন কায়েমের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। <u>অতএব, ইকামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে দ্বীনের আকীদা আঁকড়ে ধরা ও দ্বীনী বিধি-নিষেধের উপর আমল করা, তাতে ভ্রান্তি প্রবিষ্ট হওয়া থেকে হিফাজত করা এবং নিজের মাঝে ও সমাজের মাঝে তা প্রচলন করাকে বুঝায়।</u>

আসলে ইকামতে দ্বীন একক কোনো বিষয় নয়, বরং তা একটি সামগ্রিক বিষয়। যেখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ করা জরুরী। ইকামতে দ্বীনের কিছু কাজ আছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক, আবার কিছু আছে সমাজ কেন্দ্রিক। কিছু বিষয় নিজে আমল করার আছে,

---

৩৩ . শিহাবুদ্দীন আলূসী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ ১৮, পৃ ২৪৭

৩৪ . http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3580

৩৫ . মাহমুদ আলূসী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ ১৮, পৃ ২৪৮ ; ইমাম কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, খ ১৬, পৃ ১১

www.muslimdm.com

আবার কিছু বিষয় আছে সমাজে প্রচলন করার মতো। এতে দশের সহযোগিতা প্রয়োজন। আর দ্বীনের বিষয়াবলী সংরক্ষণ করাও ইকামতে দ্বীনের একটি জরুরী অংশ। কেননা, দ্বীন সংরক্ষিত না হলে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় কল্পনাও করা যায় না।

তাই বলা যায়, আলেমরা দ্বীনের আকীদা, ইবাদত ও আখলাক ইত্যাদি বিধানাবলী আমল করার সাথে সাথে তা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করবেন। সাধারণ জনগণ দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করবে। আর দ্বীনের দায়ী ও মুজাহিদগণ তা সমাজে প্রচলনের চেষ্টা করার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

এ আলোচনা দ্বারা আরো একটি বিষয়ও ফুটে উঠেছে। আর তাহলো- দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করা, তা সংরক্ষণ করা এবং প্রচার ও প্রচলনের জন্য যে ব্যক্তি যেভাবেই কাজ করুক না কেন প্রত্যেকেই ইকামতে দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করছে বলে গণ্য হবে।

www.muslimdm.com

মুফাসসিরদের দৃষ্টিতে ইকামতে দ্বীন সংক্রান্ত আল-কুরআনের বাণী أن أقيموا الدين (আন আকীমুদ্দীন) এর ব্যাখ্যা :

এ পর্যায়ে আমরা সম্মানিত মুফাসসিরগণের বক্তব্যের আলোকে **أن أقيموا الدين** আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জানব। যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, সূরা শুরার উক্ত আয়াতে "ইকামতে দ্বীন" বলে আসলে কী বুঝানো হয়েছে?

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃ ৯১১হি.) তাফসীরে দুররে মানছুরে উল্লেখ করেন-

ইমাম সুদ্দী রহ. থেকে বর্ণিত, আয়াতে أقيموا الدين এর অর্থ হলো- اعملوا به **অর্থ:** তোমরা তদানুযায়ী (দ্বীন অনুযায়ী) আমল করো।[৩৬] অর্থাৎ, দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করাই ইকামতে দ্বীন।

২. ইমাম আবু জাফর তবারী রহ. (মৃ. ৩১০হি.) বলেন-

وعنى بقوله:(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) أن اعملوا به على ما شرع لكم وفرض،

"তোমরা দ্বীন কায়েম করো" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের জন্য যা কিছু শরীয়ত হিসেবে দেয়া হয়েছে এবং যা কিছু ফরজ করা হয়েছে তদানুযায়ী আমল কর।[৩৭] অর্থাৎ, এখানেও দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করাকে দ্বীন কায়েম বলা হয়েছে।

৩. আবুল মুজাফফার মানসুর বিন মুহাম্মদ আস সাময়ানী রহ. (মৃ ৪৮৯ হি.) বলেন-

أن أقيموا الدين أي : اثبتوا على التوحيد ، وقيل : أقيموا الدين أي : استقيموا على الدين . ويقال : أقيموا الدين هو فعل الطاعات وامتثال الأوامر.

"তোমরা দ্বীন কায়েম করো" অর্থ তাওহীদের উপর অটল থাকো। কেউ কেউ বলেন, দ্বীন কায়েম করো অর্থ- দ্বীনের উপর ইস্তেকামাত বা দৃঢ় থাকো। আবার বলা হয়, দ্বীন কায়েম করা অর্থ নেক কাজ করা এবং আদিষ্ট বিষয় মান্য করা।[৩৮] অর্থাৎ, দ্বীনের আকীদা ও আমলকে আঁকড়ে ধরা এবং তাতে অবিচল থাকাকে এখানে দ্বীন কায়েম বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩৬. সুয়ূতী, দুররে মানছুর, মাকতাবা শামেলা, খ ৭, পৃ ৩৪০
৩৭. আবু জাফর তবারী, জামেউল বয়ান, খ ২১, পৃ ৫১৩
৩৮. সাময়ানী, তাফসীরে সাময়ানী, মাকতাবা শামেলা, খ ৫, পৃ ৬৭

৪. ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃ ৬৭১হি.) বলেন-

{أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} وهو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما. ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} [المائدة : 48]

তোমরা দ্বীন কায়েম করো। এখানে দ্বীন কায়েম হলো- আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও তার আনুগত্য এবং তার রাসূল, কিতাব ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনা। এছাড়াও যে সকল বিষয় কায়েম করে একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে থাকে তা মান্য করা। তবে এখানে শরীয়তের কর্মকাণ্ড উদ্দেশ্য নয়; যা সাধারণত অবস্থাভেদে উম্মতের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত হয়। কেননা, তা বিভিন্ন হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক শরীয়ত এবং কর্মপদ্ধতি দিয়েছি।[৩৯] এখানেও দ্বীনের মৌলিক আকীদা আঁকড়ে ধরাকে ইকামতে দ্বীন বলা হয়েছে।

৫. বর্তমান শতাব্দীর বিশিষ্ট মুফাসসির শায়খ মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন–

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق - دين الإسلام - الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان بكتبه ورسله، وبالبعث والجزاء قال القرطبي : المراد اجعلوا الدين قائما مستمرا، محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب، في الأصول التى لا تختلف فيها الشريعة وهي: (التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج) وغيرها، فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة .

তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং তাতে পৃথক হয়ো না। অর্থাৎ, (আল্লাহ তাআলা বলেন) আমি তাদেরকে আদেশ করেছি যে, তোমরা দ্বীনে হক তথা দ্বীন ইসলাম কায়েম করো। যা হলো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ এবং আনুগত্য। আর তার কিতাব, রাসূল এবং পুণরুত্থান ও হিসাব এর উপর বিশ্বাস করা। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, ইকামতে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত ও চালু রাখা এবং তার মৌলিক বিষয়- যাতে কোনো শরীয়তে কোনো পার্থক্য নেই যেমন, তাওহীদ, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মতভেদ ও বিশৃংখলা থেকে দ্বীনকে সংরক্ষিত রাখা। এসব এক দ্বীন এবং এক মিল্লাত হিসেবে চালু রয়েছে।[৪০] অর্থাৎ এখানেও দ্বীনের মৌলিক আকীদা ও আমলের উপর মজবুত থাকাকে দ্বীন কায়েম বলা হয়েছে।

৬. শায়খ আব্দুর রহমান সাদী বলেন-

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان.

তোমরা দ্বীন কায়েম করো অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত শরীয়ত সবই কায়েম করো। এগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো এবং অন্যদের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাও এবং নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো। কিন্তু পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করো না।[৪১] এখানেও শরীয়তের মৌলিক ও প্রশাখামূলক বিধানাবলী নিজে আমল করা ও অন্যান্যদের দ্বারা তা পালিত হওয়ার চেষ্টা করাকে দ্বীন কায়েম বলা হয়েছে।

৭. মুফাসসির ইমাম আবু হাইয়ান আন্দালুসী রহ. (মৃ ৭৪৫ হি.) বলেন–

أَنْ أَقِيمُواْ الدّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ : أي اجعلوه قائماً ، يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب .

তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং পৃথক হয়ো না। অর্থাৎ, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো তথা তাকে সর্বদা চলমান রাখো এবং যে কোনো মতানৈক্য ও বিশৃংখলা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখো।[৪২] এখানে দ্বীনের বিধান সর্বদা পালনীয় ও সংরক্ষিত রাখার চেষ্টাকে দ্বীন কায়েম বলে বুঝানো হয়েছে।

৮. শায়খ আহমদ মুস্তাফা আল মারাগী বলেন–

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ أي اجعلوا هذا الدين وهو دين التوحيد والإخلاص لله قائما دائما مستمرا ، واحفظوه من أن يقع فيه زيغ أو اضطراب ، ولا تتفرقوا فيه ، بأن تأتوا ببعض وتتركوا بعضا ، أو بأن يأتى بعض منكم بهذه الأصول التي شرعت لكم ويتركها بعض

---

৩৯. কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, মাকতাবা শামেলা, খ ১৬, পৃ ১০; যামাখশরী, তাফসীরে কাশশাফ, খ ৪, পৃ ২১৯; আবুস সাউদ, ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাজায়াল কুরআনিল কারীম, খ ৮, পৃ ২৬; শিহাবুদ্দীন আলূসী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ ১৮, পৃ ২৪৭; নাসাফী, মাদারেকুত তানযীল, খ ৪, পৃ ৮৩; ইসমাইল হক্কী, রুহুল বয়ান, খ ৮, পৃ ২২৭; খাজেন, লুবাবুত তাবীল, খ ৬, পৃ ১১৮

৪০ . সাবুনী, সফওয়াতুত তাফাসীর, খ ৩, পৃ ১৭৪

৪১. সাদী, তাইসীরুল কারীমির রহমান, খ ১, পৃ ৭৫৪

৪২. আবু হাইয়ান, বাহরে মুহীত, খ ৭, পৃ ৪৯০

آخر.والنهى إنما هو عن التفرق فى أصول الشرائع ، أما التفاصيل فلم يتحد فيها الأنبياء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً.

তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং তাতে মতভেদ করো না। অর্থাৎ, এই দ্বীন -যা হলো তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি এখলাস- তাকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং সর্বদা চালু রাখো এবং তাতে কোনো প্রকার মতভেদ এবং বিশৃংখলা পতিত হওয়া থেকে তাকে মুক্ত রাখো। আর পৃথক হয়ো না। অর্থাৎ, এমন না হয় যে, তোমরা কিছু মানলে আর কিছু ছাড়লে বা তোমাদের কেউ কিছু বিধান মানলো আর অন্যরা তা পরিত্যাগ করলো। শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য করা নিষিদ্ধ। তবে, বিস্তারিত বিষয়ে নবীগণও একমত হননি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের প্রত্যেককে আমি আলাদা শরীয়ত এবং জীবন পদ্ধতি দিয়েছি।[৪৩]

এখানে বিভিন্ন তাফসীর থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট মুফাসসিরের বক্তব্য আনা হয়েছে। সূরা শুরার উক্ত আয়াতটির এ তাফসীরগুলো নিয়ে চিন্তা করলে ইকামতে দ্বীনের মূলমর্ম আমাদের নিকট আশা করি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হলো–

১. তাওহীদের আকীদা এবং ঈমানের যে সকল বিষয় বিশ্বাস করে একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে তা প্রতিষ্ঠা করা,
২. দ্বীনের ফরজ বিধানগুলো আমল করা এবং তাতে এস্তেকামাত থাকা,
৩. শরীয়তের সকল বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে নিজে আমল করা, অন্যকে আমল করাতে প্রচেষ্টা করা।
৪. কোনো প্রকার মতভেদ না করে যে কোনো ভ্রান্তি থেকে দ্বীনকে সংরক্ষিত রাখা এবং সর্বদা দ্বীনকে প্রচলিত রাখা।

আরো সংক্ষেপ করে বললে বলা যায় ইকামতে, দ্বীন হলো-

১. দ্বীনের বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করা ও তা সংরক্ষণ করা,
২. দ্বীনের বিধান মোতাবেক আমল করা ও তাতে এস্তেকামাত বা অটল থাকা এবং
৩. দ্বীনের বিধান সমাজে প্রচলিত রাখা ও তাতে ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করতে বাঁধা দেয়া।

www.muslimdm.com

অনুসিদ্ধান্তঃ

মোট কথা, দ্বীনের আকীদা ও আমল সংরক্ষণ করা, তদানুযায়ী আমল করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সর্বত্র তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হলো ইকামতে দ্বীন।

৪৩. তাফসীরুল মারাগী, মাকতাবা শামেলা, খ ১, পৃ ৪৫১৩

ইকামতে দ্বীনের পরিচয় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নমূনা ছক:

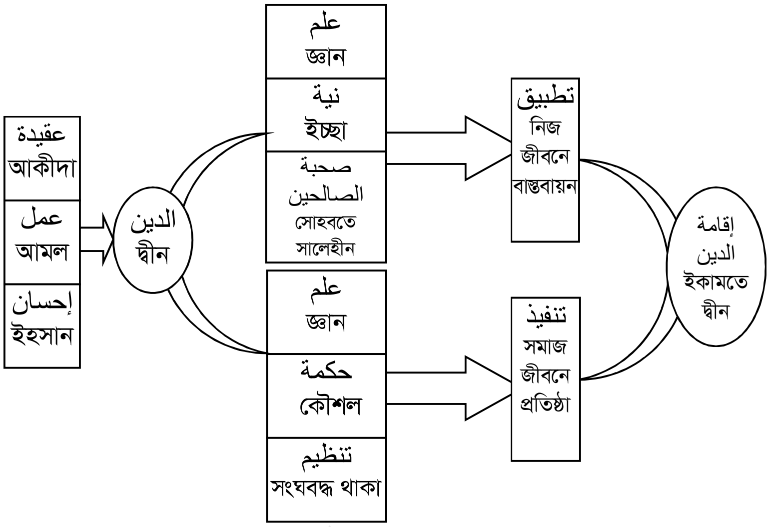

ছকের ব্যাখ্যা :

অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন- যা হলো আকীদা, আমল ও ইহসানের সমষ্টিগতরূপ– তা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করাই ইকামতে দ্বীন। ব্যক্তি জীবনে এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক নিয়ত, এলমে দ্বীন এবং সোহবতে সালেহীন প্রয়োজন। তদ্রূপ সমাজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হলে জ্ঞান, কৌশল এবং একতাবদ্ধ থাকা একান্ত দরকার।

www.muslimdm.com

ইকামতে দ্বীনের হুকুম:

ইকামতে দ্বীন বা দ্বীন কায়েম করা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন **أَقِيمُوا الدين** অর্থ: তোমরা দ্বীন কায়েম করো।[44] এখানে "আকীমূ" শব্দটি আমর। আর উসূলের পরিভাষায় আমর উজুব বা আবশ্যকতা বুঝায়। অতএব, ইকামতে দ্বীন ফরজ। তারপর কথা হলো, এখানে আল্লাহ তাআলা ইকামতে দ্বীনের কোনো ক্ষেত্র উল্লেখ করেননি। অতএব আয়াতটি মুতলাক বা সাধারণ হুকুমধারী। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দ্বীন কায়েম করা জরূরী। তবে, সকল ক্ষেত্রে দ্বীন কায়েমের বিধান সমান নয়। ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা সকলের জন্য ফরজে আইন। আর সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েম করা ফরজে কেফায়া।

৪৪. সূরা শুরা, আয়াত নং ১৩

ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব

ইকামতে দ্বীনের হুকুমের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব বুঝা যায়। তার পরেও নিম্নে কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো, যার মাধ্যমে আমরা ইসলামী শরীয়তে ইকামতে দ্বীনের অবস্থান ও তার গুরুত্ব আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

১. ইকামতে দ্বীন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য:

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন, তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থ: আর আমি জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য।[৪৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থ: আর (স্মরণ করুন সে সময়ে কথা,) যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।[৪৬]
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগভী রহ. বলেন,

والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه،

অর্থ: আর সঠিক কথা হলো- তিনি (আদম আ.) জমীনে আল্লাহ তাআলার বিধান প্রতিষ্ঠা এবং তার ফয়সালা বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি।[৪৭] বুঝা গেল, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং জমীনে তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করা। আর এটাই তো ইকামতে দ্বীন।

২. দ্বীন কায়েমের জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ:

দ্বীন কায়েম করা এবং এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ তাআলা রূহের জগতে যুগে যুগে যে সকল নবী-রাসূল পাঠাবেন তাঁদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যেমন আল কুরআনে আছে–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . [آل عمران : 81]

অর্থ: আর স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তাআলা (রূহের জগতে) নবীদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যেহেতু আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি অতঃপর যখন তোমাদের নিকট যা আছে তা সত্যায়নকারী কোনো রাসূল (তথা মুহাম্মদ ﷺ) তোমাদের নিকট আগমন করবে **তবে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।** তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? তারা (নবীগণ) বলেছিলেন, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।[৪৮]
ইকামতে দীনের পূর্বে ব্যাখ্যা অনুযায়ী মহানবী ﷺ এর প্রতি নবীগণের ঈমান আনা ও তাঁকে সহযোগিতা করা তাঁদের দ্বীন কায়েমের চেষ্টার অন্তর্গন্ত। সে বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মহানবী ﷺ কে প্রেরণের উদ্দেশ্য দ্বীন কায়েম:

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং সর্বশেষে খাতামুননাবীয়্যিন হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ কে পাঠিয়েছেন। এসকল নবী-রাসূলকে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন কায়েম করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) [الصف : 9]

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি উহাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[৪৯] বুঝা গেল, দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতেই তথা দীন কায়েম করতে মহানবী ﷺ কে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্বও এটিই হবে।

৪. ইকামতে দ্বীনের নির্দেশ সকল নবীর প্রতি ছিল:

সকল নবী-রাসুলকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন কায়েমের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

৪৫. সূরা জারিয়াত, আয়াত নং ৫৬

৪৬. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩০

৪৭. ইমাম বাগভী, মায়ালেমুত তানযীল (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৪২০ হি.), খ ১, পৃ ১০২

৪৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৮১

৪৯. সূরা সফ, আয়াত নং ৯

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দ্বীন থেকে তাই শরীয়ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহ কে এবং যার অহী আমি আপনাকে করেছি। আর যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা কে। তা হলো– তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং সে ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না।[৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তবারী রহ. বলেন–

فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة، وهي إقامة الدين الحق، ولا تتفرقوا فيه

অর্থ: এ কথা জানা যে, তিনি (আল্লাহ) সকল নবীকে একটিই নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো 'সত্য দ্বীন' কায়েম করা এবং পৃথক না হওয়া।[৫১]

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة الدين

অর্থ: এমন কোনো নবী পাঠানো হয়নি যাকে সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করা ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর এটাই হলো দ্বীন কায়েম বা ইকামতে দ্বীন।[৫২]

৫. খেলাফতের উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দ্বীন:

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে সবার মতেই ইমামত বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার করা ওয়াজিব। আর এ খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো দ্বীন কায়েম করা। যেমনটা বুঝা যায় এর পারিভাষিক সংজ্ঞা থেকে। খেলাফত বা ইমামতের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা আদ্দুদ্দীন আল-ঈযী রহ. কিতাবুল মাওয়াকেফে বলেন,

الأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة

অর্থ: ইমামতের উত্তম সংজ্ঞা হলো, **ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর প্রতিনিধিত্ব**, যার আনুগত্য করা সকল মানুষের জন্য আবশ্যক।[৫৩]

৬. আমর বিল মারুফ-নাহী আনিল মুনকার এর মূল উদ্দেশ্য ইকামতে দ্বীন:

আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো আকীদা, ইবাদত, বিচার, আমল, চরিত্র, অভ্যাস সর্বক্ষেত্রে দ্বীন কায়েম করা। যেমন, আবু আব্দিল ফাত্তাহ বলেন,

حقيقة المقصود بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الدين لله عقيدة وعبادة وحكما وعملا وخلقا وسلوكا.

অর্থ: আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আকীদা, ইবাদত, বিচার, আমল, চরিত্র, আচরণ সকল ক্ষেত্রে দ্বীন কায়েম করা।[৫৪]

৭. হিজরতের উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দ্বীন :

নিজের দেশে দীন পালনে বা প্রচারে অক্ষম হলে এমন স্থানে চলে যাওয়া জরুরী যেখানে গিয়ে নিরাপদে দীন পালন করা বা প্রচার করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে একে হিজরত বলা হয়। অর্থাৎ, হিজরতের উদ্দেশ্যও দীন কায়েম করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন– **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ** অর্থ: ওহে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, নিশ্চয় আমার জমীন প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।[৫৫]

অত্র আয়াতের তাফসীরে **ইমাম ইবনু কাসীর রহ.** বলেন–

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم.

---

৫০. সূরা শুরা, আয়াত নং ১৩

৫১. ইমাম তবারী, জামেউল বয়ান, খ ২১, পৃ ৫১২

৫২. মাহমুদ আলূসী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খ ১৮, পৃ ২৪৮ ; ইমাম কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, খ ১৬, পৃ ১১

৫৩. আদ্দুদ্দীন আল ঈজী, কিতাবুল মাওয়াকেফ, খ ৩, পৃ ৫৭৪

৫৪. আবু আব্দুল ফাত্তাহ, তাওহীদুস সুফূফ ফিল আমরি বিল মারুফ, পৃ ২০

৫৫. সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৫৬

অর্থ: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাকে যে জমীনে তারা ইকামতে দ্বীন করতে সক্ষম নয়, সে জমীন থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশস্ত জমীনের দিকে হিজরত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেখানে দ্বীন কায়েম তথা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ প্রকাশ করা এবং যথাআজ্ঞা তার ইবাদত করা সম্ভব।[৫৬]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হিজরতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين

শরীয়তের ভাষায় হিজরত হলো- 'ফিতনার ভয়ে এবং দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে যাওয়া।'[৫৭]

৮. ইকামতে দ্বীনের জন্যই বদরী সাহাবাদের এত মর্যাদা:

ইসলামের সূচনায় ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সকল সাহাবায়ে কেরাম নিজের জীবনকে বাজী রেখে কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেই বদরী সাহাবীগণ ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানব। হাদীস শরীফে তাদের ফযীলত প্রসঙ্গে আছে, মহানবী ﷺ বলেন,

لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

অর্থ: হয়তো আল্লাহ তাআলা বদরীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৫৮] আর এ মহান মর্যাদা লাভের গূঢ় রহস্য হলো- ইকামতে দ্বীনের জন্য তাঁদের কুরবানী।

৯. ইকামতে দ্বীনের কারণেই সাহাবায়ে কেরামের দানের এত মর্যাদা:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন[৫৯], ইসলামের প্রথম যুগে ইকামতে দ্বীনের কাজের উদ্দেশ্য দান করা সাধারণ অভাবী ব্যক্তিকে দান করা অপেক্ষা বেশি মর্যাদা ও নেকীর কারণ ছিল। এজন্যই সাহাবায়ে কেরামের দানের মর্যাদা উম্মতের সকলের দানের মর্যাদা অপেক্ষা বেশি। যেমন, হাদীস শরীফে আছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ»

হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। কেননা, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তথাপি তা তাদের কারো এক মুদ বা অর্ধ মুদেরও সমান হবে না।[৬০] আর উক্ত দানের এত মর্যাদার কারণ তারা ইকামতে দ্বীনের জন্য দান করেছিলেন। যেমন, এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে–

لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.

অর্থ: যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা (পরবর্তীতে দানকারী ও যুদ্ধকারীর) সমান নয়; বরং তারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু মর্যাদাবান, যারা মক্কা বিজয়ের পরে দান করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়ের জন্যই আল্লাহ তাআলা সুন্দর ওয়াদা করেছেন। [৬১]

১০. আনসারদের মর্যাদা ইকামতে দ্বীনের জন্যই :

ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে জান ও মাল দ্বারা সহায়তা করার কারণেই মদীনার আউস ও খাজরাজের লোকেরা আনসার উপাধিসহ এত মর্যাদা পেয়েছেন। যেমন, আনসারদের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত রিযিক।[৬২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

---

৫৬. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ ৬, পৃ ২৯০

৫৭. · বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, খ ১, পৃ ৬১

৫৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৭

৫৯· ইবনে তাইমিয়া, আল ইমামাতু ফী দুয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, খ ১, পৃ ২০

৬০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৩

৬১· সূরা হাদীদ, আয়াত নং ১০

৬২ . সূরা আনফাল, আয়াত নং ৭৪

www.muslimdm.com

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রথম ও অগ্রগামী আর যার তাদেরকে ইখলাসের সাথে অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন সব জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সফলতা।[৬৩]

১১. জিহাদের এত ফযীলত শুধু ইকামতে দ্বীনের জন্যই:

জিহাদের ফযীলত প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

অর্থঃ নিশ্চয় জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে। যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যার প্রতি দুই স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।[৬৪]

এতে কারো দ্বিমত নেই যে, মুজাহিদ আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে কায়েম করার জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে জিহাদ করে বিধায় মুজাহিদের এত ফযীলত। তাই বলা যায়, জিহাদের মর্তবা ইকামতে দ্বীনের জন্যই।

১২. শাহাদাতের ফযীলত শুধু ইকামতে দ্বীনের জন্যই:

শহীদের শরয়ী পরিচয়ে হাদীস শরীফে এসেছে,

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সেই শহীদ।[৬৫]

শহীদের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমারা মৃত ভেবো না, বরং তারা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত, তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।[৬৬]

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে তার কী মর্যাদা রয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে এমন বহু বর্ণনা রয়েছে, যা আল্লাহর রাস্তায় শহীদের মর্যাদা বর্ণনা করে। তবে সত্যিকারার্থে আল্লাহর রাস্তা তখনই হবে যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে ইকামতে দ্বীন। যেমন, হাদীস শরীফে আছে–

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বাণীকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় আছে।[৬৭] বুঝা গেল, শহীদ আল্লাহ তাআলার নিকট উক্ত মহামর্যাদা পাওয়ার হকদার তখনই হবে, যখন তার জিহাদ ইকামতে দ্বীনের নিয়তে হবে।

মোটকথা, ইকামতে দ্বীন হলো বান্দার মূল লক্ষ্য। কারণ, বান্দা এ জগতে আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি। আর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব হিসেবে বান্দা এ জগতে আল্লাহ তাআলার দ্বীন কায়েমের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে এটাই কাম্য।

www.muslimah.com

৬৩. সূরা তাওবা, আয়াত নং ১০০
৬৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০
৬৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৫
৬৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯
৬৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮১০

ইকামতে দ্বীনের ফযীলত

ইকামতে দ্বীনের ফযীলত অনেক। ইকামতে দ্বীনের কাজে শরীক হওয়ার মতো মহান বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত হওয়ার কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইকামতে দ্বীনের কাজে মশগুল থাকে আল কুরআনে তাকে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ বলা হয়েছে। যেমন, **আল্লাহ তাআলা বলেন,**

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে ভাল কাজ করে এবং বলে আমি মুসলমানদের একজন।[৬৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করো আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখো।[৬৯]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ এরা আমর বিল মারূফ এবং নাহি আনিল মুনকার কায়েম রাখবে। আর যখন তারা অন্যায় কাজ প্রতিহত করা বন্ধ করে দিবে এবং অন্যায়ের উপর একমত হবে তখন তাদের থেকে এ প্রশংসা উঠে যাবে, তাদের প্রতি নিন্দা যুক্ত হবে এবং তা হবে তাদের ধ্বংসের কারণ।[৭০]

<u>ইকামতে দ্বীন না করার ক্ষতি:</u>

ইকামতে দ্বীনের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল যখন উপেক্ষিত হয় তখন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় নেমে আসে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বালা-মুসিবত নেমে আসে। সর্বত্র বিশৃংখল পরিবেশ বিরাজ করে এবং অশান্তির আগুন জ্বলে। কেউই এ মুসিবত থেকে রেহাই পায় না। পরিস্থিতি এমন হয় যে, তখন দোয়া করলেও তা কবুল হয় না। **আল্লাহ তাআলা বলেন,**

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: তোমরা ঐ ফেতনাকে ভয় করো, যা শুধু তোমাদের মধ্যে জালেমদেরকেই গ্রাস করবে না। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।"[৭১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ

অর্থ: মানুষ যখন জালেমকে জুলুম করতে দেখে, অথচ তারা জালেমের হাত ধরে না তথা তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখে না, তখন অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন।[৭২]

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মাঝে নেককার ব্যক্তি থাকা সত্তেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন মন্দকাজ বেড়ে যাবে।[৭৩]

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ، حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশেষ ব্যক্তির আমলের কারণে সাধারণ জনগনকে শাস্তি দেন না। তবে যদি তাদের মাঝে খারাপ কাজ চলতে দেখে এবং উক্ত কাজ প্রতিহত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা তা প্রতিহত না করে, তখন আল্লাহ তাআলা বিশেষ ও সাধারণ সকলকে ব্যাপকভাবে শাস্তি প্রদান করেন।[৭৪]

---

৬৮ . সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং ৩৩
৬৯ . সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১১০
৭০ . কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, মাকতাবা শামেলা, খ ৪, পৃ ১৬৬
৭১ . সূরা আনফাল, আয়াত নং ২৫
৭২ . সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩৮
৭৩ . সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪৬
৭৪ . মুসনাদে আহমদ (শুয়াইব আরনাউতের তাহকীকসহ), হাদীস নং ১৭৭২০

www.muslimon.com

ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রসমূহ

ইকামতে দ্বীন যেহেতু একটি সামগ্রিক বিষয়, তাই এর ক্ষেত্র ব্যাপক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীন কায়েম করতে হবে। দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ-

ব্যক্তি জীবন, বৈবাহিক জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন ইত্যাদি।

দ্বীন কায়েমের এ সকল ক্ষেত্রে দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব কী এবং এসকল ক্ষেত্রে কিভাবে দ্বীন কায়েম করা যায় সে সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমঃ

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা ফরজে আইন। ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম মূলত ইকামতে দ্বীনের মূলভিত্তি। ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন করা তথা তাঁর আদেশগুলো যথা সম্ভব আমল করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা হলো ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম। একটি সুদৃশ্য দালানের জন্য শত-সহস্র ইট যেমন দরকারী, ইকামতে দ্বীনের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ইসলাম দ্বীন কায়েমের এ ক্ষেত্রটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে, মহানবী ﷺ বলেন,

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ

অর্থঃ যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তখন তোমরা তা যথাসম্ভব পালন করো। আর যখন কোনো কিছু থেকে নিষেধ করি তখন তোমরা তা বর্জন করো।[৭৫]

অন্য হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ অর্থঃ তোমরা সকলে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[৭৬]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।[৭৭] এখানে প্রথমত ব্যক্তি জীবনের কথা বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো।[৭৮] যখন তোমরা সৎপথে রয়েছো, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।[৭৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে অমনোযোগী না রাখে।"[৮০]

www.muslimdm.com

---

৭৫. সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ২৬১৯

৭৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৯৩

৭৭ . সূরা তাহরীম, আয়াত নং ৬

৭৮. কোনো কোনো আলেম বলেন, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের আয়াত দ্বারা এটি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। (ইবনু জুযাই কালবী রহ. বলেন,) তবে সঠিক কথা হলো, এটি স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে প্রযোজ্য হবে। হযরত আবু সালাবা আলখুশানী ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বলেন, তুমি ভাল কাজে আদেশ এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকো। অতঃপর যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, নফসের পায়রাবী করা হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় সিদ্ধান্ত ভাল মনে করছে তখন তুমি নিজের চিন্তা করো এবং জনগণের চিন্তা বাদ দাও। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৫৮), হযরত ইবনে মাসউদ রা. কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ আয়াত আমল করার জামানা এখনো আসেনি। তোমরা হক কথা বলতে থাকো যতক্ষণ তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করা হয়। যখন তোমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হবে তখন তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। (আত তাসহীল লি উলূমিত তানযীল, ইবনু জুযাই কালবী, খ ১, পৃ ৩৮৮)

৭৯ . সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১০৫

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধানে থেকো।[৮১]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة: 208]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৮২]

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়:

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হলে যে বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো–

১. সহীহ নিয়ত।
২. সহীহ আকীদা পোষণ করা।
৩. জ্ঞানার্জন করা। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, **العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ** আমল করা ও কথা বলার পূর্বে এলেম অর্জন করা কর্তব্য।[৮৩]
৪. শরীয়া মোতাবেক আমল করা। বিশেষ করে ফরজ-ওয়াজিব আমলসমূহের প্রতি খেয়াল করা।
৫. সুন্নাহ মাফিক জীবন গড়া।
৬. হক্কানী-রব্বানী শায়েখের সোহবাতে বা তত্ত্বাবধানে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন– **كونوا مع الصادقين** অর্থ: তোমরা সৎলোকের সঙ্গী হও।[৮৪] কেননা, কোনো উস্তাদের তত্ত্বাবধান ব্যতীত একাকী দ্বীনের পথে চলা মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ।
৭. নিজে মুজতাহিদ না হলে ফিকহের ক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি এ কাজগুলোর প্রতি যত্নবান হলে সে সংশোধিত হয় এবং ব্যক্তি জীবনে দ্বীনও কায়েম হয়। যেহেতু ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন। তাই আমাদের সকলের কর্তব্য হলো ব্যক্তি সংশোধনে ব্রতী হওয়া।

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের ফযীলত:

ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের ফযীলত অনেক। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর অটল থাকে তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। আর ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।[৮৫] এর দ্বারা বুঝা গেল, ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করতে পারলে জান্নাত পাওয়ার মাধ্যমে মহাসফলতা অর্জন করা যাবে। সুতরাং, ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের বিষয়টিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো কারণ নেই।

পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম :

ইসলাম ব্যক্তি জীবনকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেও মনে রাখা দরকার যে, এটি শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। এ ধর্মে পারিবারের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েমের যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ফরজ। পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েমের অর্থ হলো- পরিবারের সকল সদস্য তথা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সবাইকে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক চলতে অভ্যস্থ করানো। এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত পরিবার সংক্রান্ত বিধানাবলী মান্য করা ও বাস্তবায়ন করা। পরিবারে দ্বীন কায়েমের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। **যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم : ٦]

---

৮০ . সূরা মুনাফিকুন, আয়াত নং ৯
৮১. সূরা তাগাবুন, আয়াত নং ১৪
৮২. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০৮
৮৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম দ্রষ্টব্য।
৮৪. সূরা তাওবা, আয়াত নং ১১৯
৮৫. সূরা ফুচ্ছিলাত, আয়াত নং ৩০

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারসমূহকে দোযখ থেকে বাঁচাও।[৮৬]

অন্য আয়াতে মহানবী ﷺ কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها

অর্থ: (হে নবী) আপনার পরিবারকে নামাযের আদেশ করুন এবং আপনিও তাতে অটল থাকুন।[৮৭]

পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন,

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

অর্থ: আর ব্যক্তি তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর মহিলা তার স্বামীর ঘর সম্পর্কে দায়িত্বশীল এবং তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[৮৮]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

অর্থ: তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ করো যখন তাদের বয়স সাত হয়, আর দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে প্রহার করো।[৮৯]

পারিবারিক জীবনের দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়:

পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে–

১. পারিবারিক সদস্যদের সকলকে অপরের হক সম্পর্কে সচেতন করা।
২. সকলের মাঝে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা।
৩. উৎসর্গী মনোভাব সৃষ্টি করা।
৪. সকলকে সালাতে অভ্যস্থ করানো।
৫. দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা করা।
৬. সকলের প্রতি উত্তম ও ন্যায় আচরণ করা।
৭. আদবের লাঠি ব্যবহার করা। হাদীস শরীফে আছে– **ولا ترفع عصاك ادبا** "তোমার আদবের লাঠি উঠিয়ে রেখো না।"[৯০]
৮. সৎ কাজের আদেশ করা।
৯. অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া।

মূলত পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম মানে ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম এবং আরো কিছু। তাই পারিবারের সকল সদস্য যদি ব্যক্তি ও পারিবারে দ্বীন কায়েমের জন্য জরুরী কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে তবে পরিবারে দ্বীন কায়েম সহজ হবে।

সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েম:

সমাজ বলতে আমরা কিছু পরিবারের একত্রে মিলেমিশে বসবাস করাকে বুঝি। আর তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলা হয়ে থাকে। সমাজে দ্বীন কায়েম বলতে ইসলামের সামাজিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলা ও তা বাস্তবায়ন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করা ফরজে কেফায়া। প্রকাশ থাকে যে, সমাজে যারা থাকে তারা হলো–

১. প্রতিবেশী
২. এতীম, মিসকিন, ফকীর
৩. আত্মীয়-স্বজন
৪. সাধারণ জনগন ইত্যাদি

সমাজের এ সকল মানুষের হক আদায় করা, তাদের সকলের মাঝে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করা সমাজে দ্বীন কায়েমে অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

---

৮৬. সূরা তাহরীম, আয়াত নং ৬
৮৭. সূরা তহা, আয়াত নং ১৩২
৮৮. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমুয়া, হাদীস নং ৮৯৩
৮৯. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৪৯৫
৯০. সুনানে বায়হাকী, হাদীস নং ১৪৭৭৭

www.muslimdn.com

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করো। আর ভাল ব্যবহার করো আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক, দাস-দাসীদের প্রতি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না।[৯১]

সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হলে ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক উভয়ভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, ঘর, বিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, সৈকত, বাজার, মসজিদ, সড়ক, চায়ের দোকান, ক্লাব, হোটেল, পার্ক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অধিদপ্তর, কৃষিক্ষেত, শিল্প কারখানা, জেলখানা ইত্যাদি সকল স্থানে দ্বীন কায়েম করতে হবে। যেমনিভাবে আমাদের কর্তব্য হলো সমাজটাকে ন্যায়-ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠা করা। তদ্রূপ সততা, আমানতদারিতা, ওয়াদা পালন, শৃংখলা, বদন্যতা, কাজ করা, সহযোগিতা, দয়া ইত্যাদি গুণের প্রভাব দ্বারা সমাজকে ভরপুর করাও আমাদের দায়িত্ব। তদ্রূপ কর্তব্য পবিত্র বস্তু বৈধ করা, নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, সম্মান রক্ষা করা। সেই সমাজ শক্তিশালী হবে যার সদস্যরা এসব গুণে গুনান্বিত। সেই সমাজ দূর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্থ হবে যার সদস্যরা এসব গুণ থেকে বঞ্চিত।

সমাজ জীবনে দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়

সমাজ জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হলে যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরূরী তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো–

১. সৎ কাজের আদেশ করা,
২. অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া,
৩. একতাবদ্ধ থাকা,
৪. ন্যায়পরায়ন সমাজপতি নির্বাচন করা,
৫. সমাজের সকলে একে অপরের হক আদায় করা,
৬. সমাজের সকল সদস্যকে আদর্শ মুসলিম হওয়া ইত্যাদি ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সমাজ জীবনে দ্বীন কায়েমের মৌলিক উপাদান হলো ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা। কেননা, ব্যক্তি সংশোধন না হলে পরিবার ও সমাজ ঠিক হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এভাবে আবারো ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব প্রমাণিত হলো। মোট কথা, ব্যক্তি সংশোধন হলো দ্বীন কায়েমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই বলা যায়, ব্যক্তি সংশোধনের কাজে ব্যস্ত তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। এজন্য আমরা দেখি যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ ব্যক্তি গঠনে বেশি কাজ করেছেন। অনেক নবী-রাসূল এমন আছেন যারা রাষ্ট্র কায়েম নিয়ে আদৌ চিন্তাও করেননি। অথচ তারাও দ্বীন কায়েম করেছেন বলে প্রমাণিত।

তবে বৃহত্তর পরিসরে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করার পূর্বে নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করা কর্তব্য। আর সেজন্যও প্রয়োজন ব্যক্তি সংশোধন। তথা প্রথমে ব্যক্তি জীবনে দ্বীনের অনুশাসন বাস্তবায়ন করা। কেননা, নিজে দ্বীন পালন না করে অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া আল্লাহ তাআলার নিকট বড়ই অপছন্দের কাজ। যেমন, আল কুরআনে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহ তাআলার নিকট বড়ই অপছন্দের বিষয়।[৯২]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [البقرة: 44]

অর্থ: তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো আর নিজেদেরকে ভুলে থাক, অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো? তোমরা কি বোঝ না?[৯৩] এভাবে আবারো ব্যক্তি গঠনের গুরুত্ব প্রমাণিত হলো। তাই ব্যক্তিকে গুরুত্বহীন মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েম:

অর্থ ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। তাই ব্যক্তি বলুন আর পরিবার বলুন, সমাজ বলুন আর রাষ্ট্র বলুন সবার আগে অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হবে। কারণ অর্থের সাথে সবক্ষেত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাছাড়া সম্পদ হালাল না হলে তো ইবাদত-বন্দেগীও কবূল হয় না। তাই অর্থনীতিকে ইসলামীকরণ করতে হবে। অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী নীতি মোতাবেক হতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদারাবা, মুশারাকা, শেয়ার, ঋণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে সুদ ও ধোঁকা থেকে মুক্ত রেখে ইসলামী

৯১. সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৬
৯২. সূরা সফ, আয়াত নং ২,৩
৯৩ . সূরা বাকারা, আয়াত নং ৪৪

অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর মহানবী ﷺ ধোঁকাবাজকে 'আমার উম্মত নয়'[৯৪] বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েমের বিবেচ্য বিষয়:

ইসলামী অর্থনীতি কায়েমের জন্য যা প্রয়োজন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো–

১. হারাম-হালালের জ্ঞানার্জন
২. হারামের ক্ষতি সম্পর্কে জানা ও হারাম বর্জন করা
৩. শরয়ী নীতিমালা মেনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৪. বাজার নিয়ন্ত্রণ করা (তথা গুদামজাতকরণ, ভেজাল প্রদান, ওজনে কম দেয়া, ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রণ, মূল্যের অহেতুক উর্দ্ধগতি ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।)
৫. যাকাত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

অবশ্য অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীন কায়েমের কিছু বিষয় আছে, যা রাষ্ট্র কায়েমের উপর নির্ভরশীল। যেমন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। তাই সঠিকভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে হলে তার পূর্বে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা প্রয়োজন। আর তা করা গেলে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে এবং পুজিবাদী ও সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার পতন হবে। তবে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেও এক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম:

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম হলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়। কারণ, ইসলামের কিছু বিধান রয়েছে যা রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না। যেমন:

১. হদ্দ প্রতিষ্ঠা। যেমন: চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, জিনা, অপবাদ ইত্যাদির হদ্দ প্রতিষ্ঠা করা।[৯৫]
২. কিসাস প্রতিষ্ঠা করা। এতে রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকে এবং মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত নিরাপদে থাকে। ফলে তারা শান্তিতে দ্বীন পালন করতে পারে। কিসাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ অর্থ: হে জ্ঞানীগণ, তোমাদের জন্য কিসাসের মাঝে জীবন নিহিত রয়েছে।[৯৬]
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করা এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা কায়েম করা ইত্যাদি।
৪. দ্বীন প্রসারে জিহাদ পরিচালনা, ইত্যাদি।

এজন্য প্রয়োজন-

১. ইসলাম মান্য করেন এমন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অভিভাবক বানানো,
২. রাষ্ট্রের সংবিধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তৈরী করা,
৩. বিচার বিভাগে আদালত ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা,
৪. শাসন বিভাগ থেকে দুর্নীতি দূর করে আইনের শাসন নিশ্চিত করা,
৫. দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূল ﷺ বলেন,

الامام راع ومسئول عن رعيته

রাষ্ট্রপতিও দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[৯৭]

তবে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম করা ইকামতে দ্বীনের একটি ক্ষেত্র মাত্র। যা কায়েম করা ফরজে কেফায়া। এজন্য ফরজে আইন বিধান তথা ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েমের বিষয়কে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সব কিছুর মূলকথা হলো ব্যক্তি সংশোধন। কারণ, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, যাদের দ্বারা রাষ্ট্রনায়করা জনগনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং সাধারণ জনগণ যারা হুকুম মানবে তারা তো সকলেই এক একজন ব্যক্তি। তাই ব্যক্তি সংশোধনকে রাষ্ট্রে বা সমাজে দ্বীন কায়েমের ফাউণ্ডেশন বা ভিত্তি বলা হয়ে থাকে।

৯৪. হাদীস শরীফে আছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ - যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২২৪)

৯৫ . হদ্দ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ অর্থ: তোমরা কাছের বা দূরের সকলের ক্ষেত্রে হদ্দ কায়েম করো এবং আল্লাহ তাআলার বিধানের ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দা যেন তোমাদেরকে ধরে না ফেলে। (ইবনে মাজাহ, ৮৪৯/২); অন্য হাদীসে আছে, পৃথিবীতে একটি হদ্দ প্রতিষ্ঠা করা, তাতে ৩০ দিন বৃষ্টিপাত হওয়া অপক্ষো উত্তম। (নাসায়ী ৭৫/৮)

৯৬ . সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৯

৯৭ . সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমুয়া, হাদীস নং ৮৯৩

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

ইকামতে দ্বীনের তিনটি ধাপ

প্রকাশ থাকে যে, ইকামতে দ্বীনের তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা:

১. এসলাহে নসফ বা ব্যক্তি সংশোধন,
২. এসলাহে কওম বা সমাজ সংশোধন,
৩. এসলাহে হুকুমাত বা রাষ্ট্র সংশোধন,

অর্থাৎ, প্রথমে ব্যক্তি সংশোধন, তারপর সমাজ সংশোধন অতঃপর রাষ্ট্র সংশোধন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যতদিন একটি কাজ পূর্ণতা না পাবে, ততদিন অন্যটি করা যাবে না। বরং কর্তব্য হলো, ব্যক্তি সংশোধনকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী ক্ষেত্রেও কাজ চালিয়ে যাওয়া। ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন কায়েমের মূল ভিত্তি। এজন্য নবী-রাসূলগণ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ব্যক্তি গঠনের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। বরং নবী-রাসূলগণের সীরাত পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, তারা সকলেই ব্যক্তি সংশোধনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাথে সমাজ সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু কয়েকজন ব্যতীত বাকীরা রাষ্ট্র কায়েমের চিন্তাও করেননি। অবশ্য মহানবী ﷺ রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ব্যক্তি ও সমাজে দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্র কায়েম ইকামতে দ্বীনের অন্যতম একটি ক্ষেত্র মাত্র, মৌলিক বিষয় নয়। বরং মৌলিক ক্ষেত্র হলো ব্যক্তি। ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম ফরজে আইন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ফরজে কেফায়া। আর ফরযে আইন বাদ দিয়ে কখনোই ফরযে কিফায়া পালন করা বৈধ নয়।

আরো মনে রাখা দরকার, দ্বীন কায়েমের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– দ্বীনের ব্যাপারে সহীহ এবং স্বচ্ছ বুঝ থাকা এবং অন্যদেরকে দাওয়াত প্রদান করা। স্মর্তব্য যে, রাষ্ট্র দখল করা উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং জান্নাতে প্রবেশ করা; দুনিয়া নয়। সুতরাং, কোনো ক্ষেত্রেই কোনোভাবে সীমালংঘন করা বা অতিরঞ্জিত করা যাবে না।[৯৮]

www.muslimdm.com

৯৮. মুহাম্মদ হুসাইন ইয়াকুব, www.sheekh-3arb.net/vb/showthread.php?t=5537

ইকামতে দ্বীনের পন্থা

প্রকাশ থাকে যে, ইকামতে দ্বীনের মৌলিক পন্থা দুটি। যথা:

(১) حفظ الدين (হিফযুদ দ্বীন) বা দ্বীন সংরক্ষণ।

(২) تنفيذ الدين (তানফীযুদ দ্বীন) বা দ্বীন পালন ও বাস্তবায়ন।[৯৯]

দ্বীন সংরক্ষণ না করলে তা পালন করা অসম্ভব। তাই দ্বীন পালনের জন্য দ্বীনকে সংরক্ষণ করতে হবে। ইকামতে দ্বীনের জন্য এ দু'টি পন্থার উভয়টি জরুরী। নিম্নে এসম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

حفظ الدين (হিফযুদ দ্বীন) বা দ্বীন সংরক্ষণ:

দ্বীন সংরক্ষণ বলতে বুঝায় দ্বীনের মৌলিক আকীদার আঁধার কুরআন ও সুন্নাহকে সংরক্ষণ করা। এ সংরক্ষণের মূল ও প্রকৃত দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে নিয়েছেন। যেমন, তিনি ঘোষণা করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ: নিশ্চয় আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।[১০০] আল্লাহ তাআলার বাণী আল-কুরআন রক্ষা করবেন খোদ আল্লাহ তাআলাই। তবে বান্দা হিসেবে আমাদের করণীয় হলো একে মুখস্থ করে ও কাগজে লিখে রেখে সংরক্ষণ করা। যেমনটা আমরা দেখতে পাই রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে। কুরআন নাযিলের সময় মহানবী ﷺ নিজে তা মুখস্থ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামও সামর্থানুযায়ী তা মুখস্থ করতেন। এছাড়া মহানবী ﷺ এর নির্দেশে একদল সাহাবায়ে কেরাম তা লিখে রাখতেন। তবে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য তা মুখস্থ করা বা লিখে রাখা ফরজে কেফায়া।

আর হাদীস তথা সুন্নাহ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা উম্মতের মাঝে বড় বড় হাফেজে হাদীস সৃষ্টি করেছেন। যারা হাদীস শরীফ মুখস্থ করে এবং লিখে রেখে তা সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমনকি উসূলে হাদীস রচনা করে হাদীসের সহীহ ও দয়ীফ আলাদা করেছেন এবং মাওজু বা বানোয়াট হাদীসকে চিহ্নিত করে তা থেকে হাদীসকে সংরক্ষণ করেছেন। এভাবে কুরআন ও সুন্নাহকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে দ্বীনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তবে স্মর্তব্য যে, এখানে কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণ বলে শুধু বরকত গ্রহণের নিমিত্তে ঘরে আল-কুরআন সংরক্ষণ করাকে বা তা দিয়ে কুতুবখানার তাক সাজিয়ে রাখাকে বুঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুমিনদের হৃদয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ আকীদা কোনো প্রকার ফাসাদ ব্যতিরেকে সংস্থাপন করা, যা রয়েছে পবিত্র কুরআনের অভ্যন্তরে, যা প্রচার করেছেন স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং যার উপর চলেছেন সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এবং যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম যা বর্ণনা করেছেন।

দ্বীন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

দ্বীন সংরক্ষণ তথা দ্বীনের মৌলিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যেমন,

ক. দ্বীন সংরক্ষণের দুর্গ তথা মাদরাসা কায়েম করা: কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান যাতে কালের প্রবাহে হারিয়ে না যায় এবং দ্বীনের তালীম যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য দ্বীন সংরক্ষণের দুর্ভেদ্য দুর্গ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এটা ইকামতে দ্বীনের একটি জরুরী কাজ। এজন্য হিফজখানা, কিতাবখানা এবং উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা দরকার। যেখানে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানার্জন নিশ্চিত করা হবে।

খ. দ্বীনের দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করা: কারণ, দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমেই মুমিন হৃদয়ে ইসলামের সহীহ আকীদা স্থাপিত হবে। এ দাওয়াত হতে পারে দুইভাবে। যথা:

১. উম্মাহর অভ্যন্তরে তথা মুমিনদের কাছে।

২. অন্য সমাজে তথা অমুসলিমদের কাছে।

ঘরের এবং পরের তথা সকলের কাছে দ্বীনের সহীহ বুঝ পৌছে দেয়াই এ দাওয়াতের লক্ষ্য হবে। যে দাওয়াতের প্রথম দায়িত্ব পালন করেছিলেন রাসূল ﷺ এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ। এ দাওয়াত হতে পারে তিনটি মাধ্যমে। যথা:

৯৯ . আব্দুল্লাহ দুমাইজী, আলইমামাতুল উযমা, মাকতাবা শামেলা, খ ১, পৃ ৬৮

১০০ . আল কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত নং ৯

ইকামতে দ্বীনের পদ্ধতি

১. **কলমের মাধ্যমে।** যেমন ইসলামী বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে অজ্ঞ এবং সন্দেহকারীর অজ্ঞতা ও সন্দেহ দূর করা। এটি ইকামতে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
২. জবানের মাধ্যমে। যেমন, দ্বীনের তালীম, দাওয়াত এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে সহযোগিতা করা।
৩. তরবারী বা অস্ত্রের মাধ্যমে। যেমন, কাফির বেদ্বীনের আক্রমণ প্রতিহত করার মাধ্যমে ইকামতে দ্বীনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখা। অবশ্য ইসলামে অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে অনেক শর্তের কথা বলা হয়েছে। সে সকল শর্ত নিশ্চিত করেই কেবল অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে।[১০১]

এ দাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে বলেন,

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: আর তোমার রবের দিকে আহবান এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১০২]
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

অর্থ: বলুন এটা আমার রাস্তা। আমি এবং আমার অনুসারীরা জ্ঞানের সাথে আল্লাহর দিকে আহবান করি।[১০৩]
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আপনি আপনার রবের পথে ডাকুন। এবং তাদের সাথে উত্তম বিষয় দিয়ে বিতর্ক করুন।[১০৪]
দাওয়াতের এ দায়িত্ব গোটা উম্মতের উপর ফরযে কেফায়া। কেউ পালন না করলে সকলেই গোনাহগার হবে। ইসলাম সম্পর্ক যাদের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে তারা সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় দাওয়াতী কাজ করবে।

গ. দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসন এবং দ্বীন থেকে বিদআত ও বাতিল দূরীকরণ:
দ্বীনের ব্যাপারে অমুসলিমদের অনর্থক সন্দেহকে দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে নিরসন করা এবং দ্বীন থেকে বিদআত ও বাতিল বিষয় দূরীকরণে জোরদার ভূমিকা পালন করা দ্বীন সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ বিষয়টি কয়েকভাবে করা যায়। যেমন,
১. পুস্তক রচনা করা: পুস্তক রচনা করে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় যেমন, আল্লাহ, নবী, কুরআন ইত্যাদি সম্পর্কে অমুসলিমদের অনর্থক আপত্তির জবাব প্রদান করা এবং জনসমাজে তা প্রচার করা। যারা অজ্ঞতার কারণে সন্দেহের শিকার তাদেরকে তালীমের ব্যবস্থা করা। যেমন, হযরত আলী রা. খারেজীদের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে তাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তালীম দেয়ার জন্য।
২. বিদআতী ও বাতিলপন্থীদের প্রতিহত করা: সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীনের মাঝে বিদআত চালুকারীদের ও বাতিলপন্থীদের প্রতিহত করা। তাদেরকে দলীল প্রদান করা এবং না শুনলে কঠোরতা অবলম্বন করা। কেননা, বিদআত আকীদাগত হোক আর আমলগত হোক দ্বীনের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। হাদীস শরীফে আছে–

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে সম্মান করল, সে যেন দ্বীনকে ধ্বংস করতে সহায়তা করল।[১০৫]
এসব লোককে প্রতিহত করা প্রয়োজন এ জন্যে যে, এরা সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি করবে এবং দ্বীনের ক্ষতি করবে। তাই প্রথমে তালীম ও নসীহতের মাধ্যমে এবং তাতে কাজ না হলে কঠোরতা করতে হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধ করে হলেও এসব বাতিল প্রতিহত করতে হবে। অন্যথায় দ্বীন সংরক্ষিত হবে না। যেমন, দ্বীন সংরক্ষণে হযরত আবু বকর রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে হযরত আলী রা. খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সুবাইগ নামে এক ব্যক্তি আয়াতে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে করে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণে হযরত উমার রা. তাকে বেত্রাঘাত করে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।
মোট কথা, দ্বীন সংরক্ষণের জন্য তথা জনগণের আকীদা ও আমল রক্ষা করার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইকামতে দ্বীনের ২য় পন্থা হলো–

---

১০১. কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না। অসুমলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহারের পূর্বে দাওয়াত ও সন্ধির বিষয়টি প্রস্তাবে আসবে।
১০২ . আল কুরআন, সূরা কাসাস, আয়াত নং ৮৭
১০৩ . আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ১০৮
১০৪. আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত নং ১২৫
১০৫. বাইহাকী, শোয়াবুল ঈমান, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি.) হাদীস নং ৯৪৬৪

تنفيذ الدين (তানফীযুদ দ্বীন) বা দ্বীন পালন ও বাস্তবায়ন

দ্বীন পালন ও বাস্তবায়নের দু'টি বিশেষ পর্যায় রয়েছে। যথা:

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে খ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে

ব্যক্তি পর্যায়ে দ্বীন বাস্তবায়ন বা পালন বলতে যা বুঝায় তা হলো-

১. নিজের আকীদাকে সহীহ করা
২. এখলাসের সাথে শরয়ী আমলগুলো পালন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

অর্থ: তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন থেকে তা-ই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহ কে। আর যে ব্যাপারে আমি আপনাকে অহি করেছি এবং যার আদেশ আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে- "তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং সে ক্ষেত্রে পৃথক হয়ো না।"[১০৬]

আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায়, কোনো প্রকার মতভেদ সৃষ্টি না করে দ্বীন কায়েম করা এমন একটি লক্ষ্য, যার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর সন্দেহ নেই যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা দ্বীন কায়েম বলতে দ্বীনের রোকন, তার আখলাক, ইবাদত এবং বিধি–বিধান ইত্যাদি কায়েম করার বিষয়টি বুঝিয়েছেন। সুতরাং, দ্বীন বলতে যা বুঝায় তা সবই উক্ত আদেশের আওতাভূক্ত হবে। অতএব ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে দ্বীন কায়েম করতে হবে। তবে, দ্বীন কায়েমের সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হলো ব্যক্তি পর্যায়ে দ্বীন কায়েম করা এবং এটা ফরজে আইন। প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হলো তার উপর অর্পিত আল্লাহ তাআলার হকগুলো আদায় করা। আর দ্বীন কায়েমের এ ক্ষেত্রটি বাকী সকল ক্ষেত্রের জন্য ভিত্তি স্বরূপ। কেননা, ব্যক্তি ছাড়া পরিবার বা সমাজ কোনোটাই কল্পনা করা যায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডই ব্যক্তি ছাড়া চলে না। সুতরাং, ব্যক্তি পর্যায়ে দ্বীন কায়েম করাই হলো আল্লাহ তাআলার নিকট নাজাত পাওয়ার প্রকৃষ্ঠ পন্থা। আর ব্যক্তি পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় বিষয়গুলোর সার সংক্ষেপ পবিত্র কুরআনের সূরা আসরে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে (তারা ব্যতীত) যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে সবরের উপদেশ দিয়েছে।[১০৭] **এ সূরার দাবী হলো–** ব্যক্তি ঈমান ও নেক আমল এর মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করবে এবং দাওয়াত, নসীহত, সৎকাজের আদেশ ও গর্হিত কাজ হতে নিষেধের মাধ্যমে অন্যকে সংশোধন করবে। মূলত এটাই ইসলামের আহবান। অর্থাৎ, ব্যক্তি নিজে সংশোধিত হওয়ার সাথে সাথে সে অন্যকেও সংশোধন করবে। দ্বীন পালন ও বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় হলো রাষ্ট্র। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

খ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

ইকামতে দ্বীনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সকল বিষয় পালন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। তাহলো–

১. সালাত প্রতিষ্ঠা,
২. যাকাত উত্তোলন,
৩. ফাই বণ্টন,
৪. সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করণ,
৫. রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করা,
৬. জিহাদ পরিচালনা,
৭. সৎকাজের আদেশ করা,
৮. অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া,
৯. শরয়ী হদ্দ প্রতিষ্ঠা করা,

---

১০৬. সূরা শূরা, আয়াত নং ১১

১০৭. সূরা আসর, আয়াত নং ১-৩

১০. আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা,

১১. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এসব সরকারের দায়িত্ব।[১০৮]

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আকায়েদে নাসাফীতে বলা হয়েছে–

والمسلمونَ لا بدَّ لهم من إمامٍ ليقومَ بتنفيذِ أحكامِهم، وإقامَةِ حُدودِهم، وسَدّ ثُغورِهم، وتجهيزِ جيوشِهم، وأخذِ صدقاتِهم، وقهرِ المُتَغلبَةِ والمُتَلَصّصَةِ، وقطاعِ الطريقِ، وإقامَةِ الجُمَعِ والأعيادِ، وقطعِ المنازعاتِ الواقعةِ بينَ العبادِ، وقبولِ الشهاداتِ القائمةِ على الحقوقِ، وتزويجِ الصِّغَارِ والصَّغَائرِ الذينَ لا أولياءَ لهم، وقِسمةِ الغنائمِ ونحوِ ذلك

অর্থ: আর মুসলমানদের জন্য অবশ্যই একজন ইমাম বা সরকার প্রধান থাকা জরুরি। যাতে তিনি ইসলামের বিধানাবলী বাস্তবায়ন, হদ্দ প্রতিষ্ঠা, সীমান্ত প্রহারা, সৈন্য মোতায়েন, সাদাকা গ্রহণ, দুষ্টের দমন, চোর-ডাকাত প্রতিহতকরণ, জুমুআ ও ঈদ প্রতিষ্ঠা, নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া মিমাংসা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্য গ্রহণ, অসহায় বালক-বালিকাদের বিবাহ প্রদান, গণীমত বণ্টন ইত্যাদি করতে পারেন।[১০৯]

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা দ্বীন কায়েমের একটি অন্যতম অংশ। এটিকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। তাই এতে অন্যান্য বিধি বিধানের সাথে রাষ্ট্রীয় বিধানাবলীও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকবে এটাই কথা এবং আছেও তাই। এ জন্যই তো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস হওয়াকে কিয়ামতের আলামত বলা হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا: الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ইসলামের রজ্জুকে একটি একটি করে ছিড়ে ফেলা হবে। যখন একটি রজ্জু ছিড়ে যাবে মানুষ তখন পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম যেটি নষ্ট হবে তা হলো হুকুমাত (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) এবং সর্বশেষ নষ্ট হবে সালাত।[১১০]

ইকামতে দ্বীনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োজন হয়। কেননা, নিরাপত্তা ব্যতীত দ্বীন পালন সম্ভব নয়, আর সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণক নিরাপত্তা দেওয়া। তাই ইকামতে দ্বীনের জন্য ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ নির্বাচন করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে ইবনুল আরাবী রহ. এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

إقامة الدين هو المطلوب ولا يصح إلا بالأمان فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان

অর্থ: ইকামতে দ্বীনই মূল উদ্দেশ্য। তবে নিরাপত্তা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক জামানায় ইমাম বা সরকার নিয়োগ করা জরুরী। [১১১]

ইমাম গাযযালী রহ. বলেন,

إن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه.

অর্থ: নিশ্চয় বাদশাহ নির্বাচন করা জরুরী দুনিয়ার শৃংখলা ঠিক রাখার জন্য। আর দুনিয়ার শৃংখলা ঠিক রাখা দরকার দ্বীনের নিযাম বা শৃংখলা ঠিক রাখার জন্য। আর দ্বীনের নিযাম ঠিক রাখা দরকার আখেরাতে সৌভাগ্য লাভ করার জন্য। আর এটাই নিশ্চিতভাবে নবীগণের উদ্দেশ্য। তাই বুঝা গেল, সরকার নিয়োগ করা শরীয়তের এমন এক জরুরী বিষয়, যা পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই।[১১২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামী হুকুমাত কায়েম ছাড়া সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন কায়েম করা দুরূহ। কেননা, ইসলামে ইমামত বা হুকুমাতের উদ্দেশ্য হলো **দ্বীন কায়েম করা এবং দ্বীন দ্বারা দুনিয়া শাসন করা।** এজন্যই উলামায়ে কেরাম ইমামতের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ।

هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة

---

১০৮. **الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوى عن المنكر ولله عاقبة الامور. (الحج/৪১)**

১০৯. নাসাফী, আকায়েদে নাসাফীর মতন, পৃষ্ঠা ২

১১০. ইবনে হাব্বান, সহীহ, হাদীস নং ৬৭১৫

১১১. মুনাভী, ফয়জুল কাদীর (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৫হি.), খ ৪, পৃ ১৮৮

১১২. ইমাম গাযযালী, আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, মাকতাবা শামেলা, খ ১, পৃ ৭৬

অর্থ: ইমামত হলো ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর এমন প্রতিনিধিত্ব, সকল উম্মতের উপর যার অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে থাকে।[১১৩]

ইমাম মাওয়ারদী রহ. ইমামত তথা হুকুমাতের সংজ্ঞায় বলেন,

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

অর্থ: দ্বীন রক্ষা এবং দ্বীন দ্বারা দুনিয়া শাসন করার জন্য নুবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে ইমামত গঠিত।[১১৪]

www.muslimdm.com

---

১১৩. কিতাবুল মাওয়াকেফ, আদদুদ্দীন ইজী (বৈরুত: আলামুল কুতুব), পৃ ৩৯৫

১১৪ . মাওরদী, আল আহকামুস সুলতানিয়া, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল বাবী আল হালাভী, কায়রো, (৩য় সংস্করণ, ১৩৯৩হি.) পৃ ৫

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ও ইকামতে দ্বীন

কেউ কেউ মনে করেন রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েম তথা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাই ইকামতে দ্বীনের আসল মর্ম। এজন্য তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মুখ্য হিসেবে দেখার কারণে তাদের নিকট ব্যক্তি জীবনে দ্বীনের বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আসল ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম করার শরয়ী গুরুত্ব ও হুকুম এবং সে সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকেই তাদের এ দর্শনের উৎপত্তি।

মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা ফরজে আইন। তাই সকলের জন্য প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো নিজেকে সংশোধন করা। এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। চাই সে সাধারণ কেউ হোক বা আলেম হোক সকলকেই কিয়ামতে সর্বপ্রথম তার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং, বুদ্ধিমানের কাজ হলো ব্যক্তি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম ও আমলের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেয়া। আর এতে ইকামতে দ্বীনের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সম্পন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ইসলাহে কওম বা সমাজ সংশোধন তথা সামাজিক পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের বিষয়টি ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে। শরীয়তে এর বিধান ফরজে কেফায়া। এর অর্থ হলো এটি বিশেষ লোকের কাজ, সাধারণের নয়। কারণ অন্যকে কিছু বলতে হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং সামর্থ থাকতে হবে।

এজন্য হুজুগের বশে কোনো কাজ করা সঠিক নয় এবং অমুক এটা কেন করে না তাই সে খারাপ এমন মন্তব্য করাও সমীচীন নয়। তাছাড়া যার শরয়ী বিধানের ব্যাপারে জ্ঞান আছে সেও জানে যে, ফরজে আইন অগ্রগণ্য হয়ে থাকে এবং ফরজে কেফায়ার অজুহাতে কখনোই ফরজে আইন বাদ বিধান দেয়া যায় না। এরূপ যারা করে তারা মূলত অশিক্ষা বা কুশিক্ষার কারণেই করে থাকে।

নবী-রাসূলগণের সীরাত অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, সকল নবী-রাসূল ইকামতে দ্বীনের এ দু'টি ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করেছেন। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম তাঁরা সকলে করেননি। তাহলে এ কথা কি বলা যায় যে, যারা রাষ্ট্র কায়েম করেননি তারা ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেননি? অথচ সূরা শুরার ১১নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, সকল নবী রাসূলের প্রতি ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব ছিল। আর আমরা জানি, তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করেননি।

আসল কথা হলো, তারা সকলে ব্যক্তি জীবনে পূর্ণ দ্বীন মেনে চলেছেন এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। আর এতেই তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালিত হয়েছে। এজন্যে বর্তমানেও যারা ব্যক্তি জীবনে দ্বীনের বিধান মেনে চলেন এবং যথাসম্ভব সমাজেও তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন তারা ইকামতে দ্বীনের কাজ ঠিকভাবেই করছেন বলে ধরে নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েম করা প্রচেষ্টা করা একটি ফরজে কেফায়া বিধান।

রাষ্ট্রীয় মাসআলায় ইসলামের নীতি হলো, যদি কোথাও সরকার না থাকে, তবে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ পর্যায়ের আলিম রয়েছেন তাদের পরামর্শক্রমে যোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার বানাতে হবে। এটা ফরজ। আর যদি তারা কোনো সরকারের অধীনে থাকে তবে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। যথা:

১. যদি উক্ত সরকার ইসলামী হুকুম মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে জনগণের কর্তব্য হলো তার জন্য দোয়া করা এবং তার পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।[১১৫]
২. আর যদি উক্ত সরকার মুসলিম হয় বটে, কিন্তু ফাসেক হয়। অর্থাৎ, শরীয়ার কিছু আদেশ মান্য করে, আর কিছু আদেশ পালন না করে। যেমন, জুমা ও ঈদসহ ইসলামী শেয়ারগুলো পালন করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়ার খেলাফ চলে। তবে সে যদি জালেমও হয় এরূপ জালেম ও ফাসেক শাসকের অধীনস্থ জনগণের কর্তব্য হলো–
   - ✓ তার সামনে সাধ্যমত ন্যায় কথা বলা।
   - ✓ তাকে ইসলাহ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।
   - ✓ শরীয়তসম্মত কাজে তার অনুগত থাকা।
   - ✓ তার জুলুমের উপর সবর করা।
   - ✓ বিদ্রোহ না করা। কেননা, ফেৎনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়ে বড় অপরাধ।[১১৬]
৩. আর যদি উক্ত সরকার কাফের হয়, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হয়। তথা জালেম না হয় এবং মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাঁধা না দেয় তবে মুসলমানরা সেখানে বসবাস করবে। কোনো রকম বিশৃংখলা সৃষ্টি করা তাদের জন্য সংগত নয়।[১১৭]

---

[১১৫]. ইবনে আবিল ইয্য, শারহু আকিদাতিত তহাভি খ. ২, পৃ. ৫৪৩; জামাল উদ্দিন গাযনবী, উসূলুদ দ্বীন, পৃ. ২৮১-২৮৩;

[১১৬]. প্রাগুক্ত

[১১৭]. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৯; ইবনে হাজার হাইতামী, ফতোয়া হাদিসিয়া, পৃ. ২০৪; দারুল ইফতা, মিশর, ফতোয়া নাম্বার: ৪৭০২;

৪. কিন্তুকাফের সরকার যদি জালেম হয় এবং মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাঁধা দেয় তবে তা প্রতিরোধ করা মুসলমানদের কর্তব্য। প্রতিরোধের সামর্থ না থাকলে নিরাপদ স্থানে হিজরত করা ফরজ।[১১৮]

প্রকাশ থাকে যে, ইকামতে দ্বীনের জন্য রাষ্ট্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে হলে আমাদের জন্য উচিত হলো ইসলামের রাজনৈতিক বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

www.muslimdm.com

[১১৮]. প্রাগুক্ত

ইসলামে রাজনীতির বিধান

প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক এতে স্থান পেয়েছে। তাই স্বভাবতই রাজনীতিও ইসলামের অন্যতম একটি বিধান হবে এবং সঠিক ব্যাপারও তাই। কিছু মানুষ রাজনীতিকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মনে না করে যেমন মূর্খতা প্রকাশ করছে, ঠিক তদ্রূপ কিছু মানুষ অতি বাড়াবাড়ি করে রাজনীতিকেই ইসলামের মুখ্য বিষয় মনে করা শুরু করেছে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের অন্যান্য বিধান পর্যন্ত জলাঞ্জলী দিতে দ্বিধা করছে না। তবে আসলে সত্য কোনটি? এ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুফতী আল্লামা তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহু)। যা তিনি তাঁর মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকমিলাতু ফতহিল মুলহিম এ কিতাবুল ইমারাত এর ব্যাখ্যায় ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের কাছে মাসআলাটির সঠিক মর্ম পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আমরা নিম্নে তাঁর আরবি প্রবন্ধটির অনুবাদ করে পেশ করলাম। **তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-**

"প্রসিদ্ধ আছে যে, নাসারাগণ ধর্ম এবং রাজনীতির মাঝে পার্থক্য করে থাকে। তারা বলে থাকে, دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله অর্থ: যা বাদশাহের তা বাদশাহ এর জন্য রেখে দাও, আর যার আল্লাহর তা আল্লাহকে ছেড়ে দাও। ধর্মের সাথে রাজনীতির বা রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই- এই বাতিল মতাদর্শটি আধুনিক যুগে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূরতে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ধর্ম উৎখাত হয়েছে।

এই মতাদর্শটি প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার শিরকি মতবাদ। কেননা, এতে দুনিয়াবী জীবনে দ্বীনের কোনো ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয় না, বরং দ্বীনকে শুধু ইবাদত এবং কিছু রুসুম রেওয়াজের সাথে সীমিত করা হয়। কেমন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদতের ইলাহ। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তিনি আমাদের ইলাহ নন। (نعوذ بالله)

ইসলামী শরীয়ার পারদর্শী আলেমগণ উক্ত মতাদের্শর বিরোধিতা করে আসছেন। কেননা, তাওহীদের আকীদার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। বরং ইসলামী বিধান জীবনের যে সকল ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে তন্মধ্যে রাজনীতি এবং অর্থনীতিও রয়েছে। তাই মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো উক্ত মতাদর্শকে প্রত্যাখান করা।

তবে, বর্তমান যুগে কিছু সুধীজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ফলে তারা বেশ কিছু সূক্ষ্ম ভুলে পতিত হয়েছেন। এমনকি বিষয়বস্তু উল্টে গিয়ে অনেক ভুলের অবতারণা হচ্ছে। তারা "রাজনীতি" এবং "ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা" করাকে দ্বীনের সকল আহকামের **মাকসুদে আসলী** বা মূল উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। কেমন যেন ইবাদতের সকল বিধান কেবল উক্ত উদ্দেশ্য সাধন তথা ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য। কেমন যেন সকল ইবাদত বন্দেগী উক্ত মুল উদ্দেশ্যের ওসিলা বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই দেখা যায়, তারা ব্যক্তি জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। কারণ, তারা এ সকল ইবাদত-বন্দেগীকে উক্ত মূল উদ্দেশ্য হাসিলের তথা ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেনিং স্বরূপ মনে করেছে। আর এই ভুল ধারণার জন্য ২টি মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হলো–

০১. ইবাদত যখন হুকুমাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়ে গেল, তখন তা আর মূল উদ্দেশ্য থাকল না, বরং তা উক্ত মূল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ সাব্যস্ত হলো। ফলে কখনো যদি পরিবেশ উক্ত মুল উদ্দেশ্যের জন্য এ মাধ্যমগুলো জলাঞ্জলী দিতে বলে, তো তাতে এ ইবাদত-বন্দেগী বর্জন করতে কোনো বাঁধা থাকবে না। কারণ, তা তো মূল উদ্দেশ্য নয়।

০২. মাধ্যমের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নিতান্ত প্রয়োজনে এবং ক্ষণিকের জন্য হয়ে থাকে। সে এ সম্পর্ককে সাময়িক মনে করে। জীবনের লক্ষ্য মনে করে না। ফলে ইবাদত জীবনের লক্ষ্য না হয়ে শুধুই মাধ্যম হয়ে থাকে।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. একজন মাওলানা সাহেবের কিছু বইয়ের খণ্ডনে লিখেছেন– "যারা ইসলামের এ ব্যাখ্যা (রাজনীতি এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হলো মাকসুদে আসলী) থেকে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে এবং ইসলাম শিক্ষাকে এ কিতাবগুলোর মধ্যে সীমিত রাখে অচিরেই আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক হয়ে যাবে সংকীর্ণ, শুষ্ক, নিরস এবং আন্তরিকতাশুন্য। অথচ আন্তরিক সম্পর্কই কাম্য। বিশেষ করে যখন বারবার এ মর্মে চাপ আসে যে, নবী-রাসূল প্রেরণের মুল লক্ষ্য এবং তাঁদের শিক্ষার চূড়ান্ত টার্গেট হলো- এ সীমিত দুনিয়ার পরিবর্তন সাধন করা, সঠিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা এবং সঠিক ভিত্তির উপর মানব সভ্যতাকে গড়ে তোলা। আর যখন সব দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ও দুর্দান্ত গতিতে এ মতবাদটি ধেয়ে আসে, তখন খোদা-প্রেম, খোদায়ী তুষ্টি হাসিল এবং আখেরাতের সফলতার বিষয়টি মিয়ম্রাণ হয়ে যায়। স্বভাবতই ঈমানভিত্তিক আমল, আখেরাতের প্রতি ঝোঁক, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর প্রেমে নিঃশেষ হওয়া ইত্যাদি যে সকল উদ্দেশ্যে নবীগণের আগমন তার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে শুধু পার্থিব উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।" (ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মোট কথা, এ সকল লেখক সাহসিকতার সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ইসলামকে পুরো রাজনৈতিক ধর্ম বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু রাজনীতিকে ইসলামীকরণ করতে পারেননি।

ইসলামে রাজনীতির বিধান

সত্যিকথা হলো, রাজনীতি দ্বীনের একটি অন্যতম শাখা মাত্র। যেমন, বাণিজ্য-অর্থনীতি দ্বীনের একটি শাখা। দ্বীনের কিছু বিধান রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত, যেমন দ্বীনের কিছু বিধান ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত। কিন্তু কোনো ক্রমেই রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামী দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। যেমন শরীয়তের বিধান ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যবসাকে দ্বীনের মাকসুদে আসলী হওয়া আবশ্যক করে না, তদ্রূপ শরীয়তের কিছু বিধান রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও রাজনীতি ইসলামের মাকসুদে আসলী হওয়া প্রমাণ করে না।

এই সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে শায়খ আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থ: আমি যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করি তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তাআলারই নিকটে।[১১৯]

আলোচ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, দ্বীয়ানাতই (ধর্ম পালন) মূল লক্ষ্য। জিহাদ বা রাজনীতি মূল লক্ষ্য নয়, বরং তা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ওসিলা মাত্র। এজন্য সকল নবীকে দ্বীয়ানাত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সকলকে সিয়াসাত বা রাজনীতি প্রদান করা হয়নি। বরং যুগের চাহিদা মোতাবেক কতেক নবীকে তা দান করা হয়েছে। আর এটাই হলো ওসিলার বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তা দেয়া হয় না।

এখন কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, পবিত্র কুরআনে অপর একটি আয়াত রয়েছে, যা এর বিপরীত বিষয় প্রমাণ করে। আর সেখানে রয়েছে যে, দ্বীয়ানাত হলো ওসিলা বা মাধ্যম, আর সিয়াসাত বা রাজনীতি তথা পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য। আয়াতটি হলো–

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
[النور: 55]

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছিলেন। এবং তাদের জন্য তিনি যে দ্বীন পছন্দ করেন তা তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। (সূরা নূর:৫৫)

এ আয়াতে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য ঈমান ও নেক আমলকে শর্ত করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্ষমতা এবং সিয়াসতই মাকসূদে আসলী!!

এ প্রশ্নের জবাব হলো,

আল্লাহ তাআলা এখানে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ওয়াদা করেছেন এবং ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা তা শর্তযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতা প্রদান ঈমান ও নেক আমলের সাথে খাস। সুতরাং সিয়াসাত এবং ক্ষমতা ঈমান ও নেক আমলের উপর একটি ওয়াদা। আর কোনো বস্তুর ওয়াদাকৃত হওয়া তার মাকসূদে আসলী হওয়াকে আবশ্যক করে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ [المائدة: 66]

অর্থ: যদি তারা (আহলে কিতাবগণ) তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আমল করত তবে তারা উপর থেকে এবং নিচ থেকে খেতে পারতো (তারা রিযিক পেত)।[১২০]

এখানে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অনুযায়ী আমল করার উপর রিযিকের প্রশস্ততার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে কি এ কথা বুঝা যায় যে, রিযকের প্রশস্ততাই দ্বীনের মাকসূদে আসলী? কখনও নয়; বরং তা ওয়াদা মাত্র। আর কোনো কিছুর ওয়াদা করা হলেই তা **মাকসূদে আসলী** হওয়া আবশ্যক নয়। অনুরূপভাবে ক্ষমতা প্রদান একটি ওয়াদা মাত্র। যা ঈমান ও নেক আমলের শর্তে প্রদান করা হয়েছে। এটা দ্বীনের মাকসূদে আসলী বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, রাজনীতি অন্যান্য মাধ্যমের মত একটি মাধ্যম মাত্র। মাকসূদে আসলী হলো দ্বীয়ানাত বা ধর্ম পালন। কেননা, ধর্মকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের জন্যই তো রাষ্ট্র প্রয়োজন হয়ে থাকে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলামে রাজনীতি মোটেই কাম্য নয়, বরং এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো রাজনীতির অবস্থান নির্ধারণ করা যে, এটা মাধ্যম; মাকসূদ নয়। বরং দ্বীয়ানাতই (ধর্ম পালন) হলো মূল মাকসূদ। (আশরাফুস সাওয়ানেহ, খ ৪, পৃ ২৮, ২৯)[১২১] তাকী উসমানীর বক্তব্য শেষ হলো।

www.muslimdm.com

১১৯ . সূরা হজ্জ, আয়াত নং ৪১

১২০ . সূরা মায়েদা: ৬৬

১২১. তাকী উসমানী, তাকমিলাতু ফতহুল মুলহিম, দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১ম সংস্করণ,১৪২৬হি., খ ৯, পৃ ২২৪-২২৮

যুগে যুগে ইকামতে দ্বীন

বিভিন্ন যুগে ইকামতে দ্বীনের চিত্র দেখলে আমাদের কাছে ইকামতে দীনের হাকিকত সহজেই স্পষ্ট হবে। যাহোক, নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. নববী যুগঃ

হাদীস শরীফ এবং সীরাত শাস্ত্র পর্যালোচনা করে যা দেখা যায় যে, মহানবী ﷺ ইকামতে দ্বীনের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- দাওয়াত ও তালীমের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের প্রচেষ্টা।
- আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এর মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের প্রচেষ্টা।
- দ্বীনের বিধানের মূল উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং দ্বীন পালনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

অর্থাৎ, ইকামতে দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে মহানবী ﷺ পূর্ণ সফলতার সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন। যার খোদায়ী স্বীকৃতি লাভ হয় বিদায় হজ্জের সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকেই মনোনীত করলাম।[১২২]

২. সাহাবা যুগঃ

একথা সর্বজনমান্য যে, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সৎ এবং যোগ্য ছিলেন। সকলেই ছিলেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত নেকবান্দা। তাঁরা সকলেই দ্বীন কায়েম সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করেছেন। অথচ আমরা দেখতে পাই একেক সাহাবা একেক কাজ করেছেন। কেউ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কেউবা রাষ্ট্রপতির অধীনে থেকে জিহাদ করেছেন। কেউবা শিক্ষাদান কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ ফতোয়া ও বিচার কাজ পরিচালনা করেছেন। আর কেউবা সাধারণ নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করেছেন। তবে তারা সকলেই তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক সাহাবী ছিলেন, যারা হযরত আলী রা. ও মুআবিয়া রা. এর দ্বন্দ্বের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন।

এ থেকে বলা যায়, ইকামতে দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে সকলের কাজ করা জরুরী নয়। অবশ্য তা সম্ভবও নয়, আর কাম্যও নয়। বরং ব্যক্তি পর্যায়ে সকলেই ইকামতে দ্বীন পালন করবে। কারণ, তা ফরজে আইন। আর বাকী ক্ষেত্রে সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে। কারণ, তা ফরজে কেফায়া, যা কতেকে করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়।

৩. তাবেয়ীন ও ইমামদের যুগঃ

চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যান্য মুজতাহিদগণ এবং সিহাহ সিত্তার সংকলকগণসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের সীরাত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তারা দ্বীনের ইলম সংরক্ষণ ও তা প্রচারের মাধ্যমে ইকামতের দ্বীনের কাজ করেছেন। সে সময়ও ফাসেক বা জালেম শাসক ছিল। তাঁরা তাদের অধীনস্থ থেকেছেন। কিন্তু তারা সে সব শাসকদের পদচ্যুত করার আন্দোলন করেননি, বরং জালেম শাসকের অধীনে থাকার শরয়ী বিধান মোতাবেক কাজ করেছেন।[১২৩] সাথে সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে তারা সকলেই ইকামতে দ্বীন করেছেন। বুঝা গেল, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইকামতে দ্বীন যদি মুখ্য বিষয় হতো তবে তারা তা থেকে সরে থাকতেন না। অতএব, হয় বলতে হবে এ সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সবাই ভুল পথে ছিলেন। অথবা বলতে হবে তাদের মত ও পথ সঠিক ছিলো। প্রথম কথাটি ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ বলবে না। আর দ্বিতীয় কথা বললে অর্থাৎ, তাদের মত ও পথ সঠিক বলে মেনে নিলে প্রমাণিত হয় যে,

---

১২২ . সূরা মায়েদা, ৩

১২৩. জালেম ও ফাসেক শাসকের অধীনস্থ জনগনের কর্তব্য হলো– (ক) তার সামনে সাধ্যমত ন্যায় কথা বলা (খ) তাকে ইসলাহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। (গ) শরীয়তসম্মত কাজে অনুগত থাকা (ঘ) জুলুমের উপর সবর করা (ঙ) বিদ্রোহ না করা। কেননা, ফেৎনা সৃষ্টি করা হত্যার চয়ে মহাপরাধ। মহানবী ﷺ বলেন,

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلّون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة.

অর্থ: তোমাদের ইমাম বা সরকারের মধ্যে উত্তম হলো যাদেরকে তোমরা ভালবাসো এবং যারা তোমদেরকে ভালবাসে, যারা তোমাদের উপর নামায পড়ে এবং তোমরা যাদের উপর নামায পড়। আর নিকৃষ্ট সরকার হলো যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং যারা তোমাদের ঘৃণা করে, যাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত করো এবং যারা তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর যখন তোমরা তোমাদের সরকার থেকে কোনো অপছন্দনীয় কাজ দেখো, তখন তার কাজকে ঘৃণা করো, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিওনা। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৫)

ইকামতে দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে সকলের কাজ করা জরুরী নয়। তবে ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করা সকলের জন্য জরুরী। আর বাকী ক্ষেত্রে সাধ্যমত কাজ করতে হবে।

৪. পরবর্তী উলামা ও আউলিয়ায়ে কেরামের যুগঃ

ইতিহাসের পানে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে মুসলিম শাসন ছিল। যদিও সে যুগসমূহের শাসকগণ সকলে আদেল বা ন্যায় পরায়ণ ছিলেন না। মুসলিম উম্মাহর আলিম ও অলিগণ ইকামতে দ্বীনের জন্য ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধন এবং দ্বীনের ইলম হিফাজত ও প্রচার ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থেকে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রায় কেউই রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বলে দেখা যায়নি। তবে কি তারা সবাই পথহারা ছিলেন?? তবে, হ্যাঁ, শাসকগণ যখন দ্বীনের ক্ষতি করতে বসেছে তখন আলিম ও অলিগণ বসে থাকেননি, বরং তারা তখন হাদীসে বর্ণিত সর্বোত্তম জিহাদ করেছেন। অর্থাৎ, শাসকদেরকে ন্যায় কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি আমরা দেখতে পাই মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর জীবনীতে।

www.muslimah.com

ইকামতে দ্বীন বনাম তাজদীদে দ্বীন

হাদীসের ঘোষণা মোতাবেক প্রতি শতবর্ষের মাথায় এক/একাধিক মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হয়ে দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন। যেমন, মহানবী ﷺ বলেন, **إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا** নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতবর্ষের মাথায় এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে পাঠাবেন যিনি/যারা তাদের দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন।[১২৪]

উলামায়ে কেরাম এ পর্যন্ত মুজাদ্দিদগণের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন সেদিকে তাকালে আমরা দেখি, তাদের কেউ রাষ্ট্র সংস্কার করেছেন, কেউ সমাজ সংস্কার করেছেন, কেউবা আকীদা, কেউবা ইলমে দ্বীন ইত্যাদি সংস্কার করেছেন। আবার কেউবা বিদআত দূরীকরণে অবদান রেখেছেন। তারা একজন সকল কাজ বা সকলে একই কাজ করেননি। তবে কি তাদের পদ্ধতি সঠিক ছিল না? অবশ্যই সঠিক ছিল। উম্মতের সকল আলেম তাদেরকে হকপন্থী বলেছেন। বুঝা গেল, তাজদীদে দ্বীনও ইকামতে দ্বীনের একটি প্রক্রিয়া।

১২৪. আবু দাউদ, সুনান, হাদিস নং ৪২৯১

ইকামতে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম

মহানবী ﷺ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে যার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।[১২৫] মহানবী ﷺ এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া রাজা-বাদশাহগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে সাধ্যমত প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী রাজন্যবর্গের অনেকের মাঝেই আদালতের পরিবর্তে জুলুম ও ফিসক দেখা যায়। অবশ্য তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর আলেম উলামাগণ তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে টেনে নামানোর কোনো ফতোয়া দেননি। তাবেয়ীগণ, তাবে তাবেয়ীগণ, মাযহাবের ইমামগণ এবং হাদীসের বড় বড় ইমামগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তারা ফেৎনা সৃষ্টি করা অপেক্ষা মুসলিম ফাসেক শাসকের অধীনে থাকাকে ভাল মনে করেছেন। তাইতো কোনো ইমাম বা মুজতাহিদকে রাষ্ট্রীয় পদ দখলের জন্য কাজ করতে দেখা যায়নি। বরং তাদের কাজ ছিল ইসলাহে হুকুমত তথা রাজা-বাদশাহদেরকে সংশোধন করা। তাদের সামনে ন্যায় ও হক কথা বলা। মহানবী ﷺ যাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলেছেন।[১২৬] মুসলিম শাসকদের বিলাসিতার কারণে এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাদের দূরে সরে থাকার কারণে ধীরে ধীরে মুসলমানদের পতন হয় এবং অমুসলিমরা মুসলমানদের উপর চেপে বসে। স্মর্তব্য যে, সরকারের সাথে জনগণের আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ফাসিক শাসকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বহিস্কার করতে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা আলেমদের কাছে অধিক ন্যায়সংগত মনে হয়েছে। এজন্য সাহাবা পরবর্তী যুগে আলেম ও অলি-আউলিয়াগণ রাজন্যবর্গকে ইসলাহ করার জন্য বেশী সময় দিয়েছেন। যেমনটা আমরা দেখি মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর জীবনে। তিনি সম্রাট আকবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তার ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করেননি। বরং ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের অনুসৃত ফুরফুরা ও ছারছীনা সিলসিলার আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনেও এরূপ দেখতে পাওয়া যায়। তারা রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করেননি। তবে তাদের বিচ্যুতির সময় তাদেরকে ইসলাহ করে দিয়েছেন বা ইসলাহ করার চেষ্টা করেছেন।

অতএব এ কথা বলা কখনোই সংগত হবে না যে, অলি-আউলিয়াগণ দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করেন না। বরং আমি বলব, তাঁদের প্রচেষ্টাই হলো দ্বীন কায়েমের মৌলিক চেষ্টা। তাঁরা ব্যক্তি ও সমাজ গঠন এবং রাষ্ট্র সংশোধনের কাজে ব্যস্ত আছেন। আর এটাই সঠিক। ইসলামের ইতিহাস এ স্বাক্ষ্যই দেয়। অন্যথায় অসংখ্য ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, আলেম ও অলিদেরকে ইকামতে দ্বীনের কাজে গাফলতির দায়ে দায়ী করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ তারা সঠিক দ্বীনের উপর ছিলেন। সুতরাং, অতি উৎসাহী হয়ে রাজনীতিকে দ্বীনের মূল অংশ মনে করে দ্বীয়ানাতকে পরিত্যাগ করা এবং আজে বাজে মন্তব্য করা জাহালাতের শামিল। আমরা মনে করি, ইকামতে দ্বীনের জন্য যে ব্যক্তি যেভাবে চেষ্টা করুক না কেন তা তার পক্ষ থেকে গৃহীত হবে।

www.muslimdm.com

১২৫. যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, [৩ : المائدة] الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকেই মনোনীত তো করলাম। (সূরা মায়েদা, ৩)

১২৬. যেমন হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ অর্থ: সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালেম বাদশাহ বা জালেম আমীরের সামনে ন্যায় কথা বলা। (আবু দাউদ, ৪৩৪৪)

ইকামতে দ্বীনের সাধারণ পদ্ধতি

ইকামতে দ্বীনই কাম্য। যুগে যুগে প্রেরিত নবী ও রাসূলদের জীবনীর প্রতি তাকালে দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁরা যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মাণ হয় তা মূলত নিম্নোক্ত ৩টি কাজ এবং আমরা মনে করি এগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা হলে ইকামতে দ্বীন সম্ভব হবে।

প্রথম কাজ: ইলম ও আমল

ইলম বলে শরীয়ার সকল প্রকার ইলম উদ্দেশ্য। তথা আকীদা, আমল ও আখলাক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা এবং তা নিজ জীবনে আমলে পরিণত করা। নিজে সঠিক আকীদা পোষণ করা, শরীয়ার উপর সঠিকভাবে আমল করা এবং উত্তম আখলাক দ্বারা নিজেকে মণ্ডিত করা। এভাবে নিজেকে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে প্রমাণ করা। অর্থাৎ, জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার ইলম অর্জন ও তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমে নিজেকে মহানবী ﷺ এর যোগ্য উত্তরসূরী ও দ্বীনের দায়ী হিসেবে উপস্থাপন করাই হলো ইকামতে দ্বীনের জন্য প্রচেষ্টার প্রথম কাজ। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।[১২৭]

দ্বিতীয় কাজ: দাওয়াত ও জিহাদ

ইকামতে দ্বীনের ২য় কাজ হলো দাওয়াত ও জিহাদ। কারণ, দ্বীন ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। তাই ব্যক্তি গঠনের সাথে সাথে দ্বীনের নূর সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দাওয়াত ও জিহাদ অতীব প্রয়োজন। এজন্য ইলম অর্জনের পরে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং কোনো প্রকার বাঁধা আসলে যথানিয়মে তা প্রতিহত করা কর্তব্য। অন্যথায় দ্বীন কায়েম সম্ভব হবে না।

ইকামতে দ্বীনের জন্য প্রচেষ্টার অন্তর্গত উক্ত কাজ দু'টি সম্পর্কে আল কুরআনের নিম্নোক্ত সূরায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: সময়ের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে (তারা ব্যতীত) যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও সবরের উপদেশ দিয়েছে।[১২৮]

এখানে ঈমান ও নেক আমল বলে ইলম ও আমলের প্রতি এবং উপদেশ দান বলে দাওয়াত ও জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, **রাসূল ﷺ বলেন,**

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

অর্থ: তোমাদের কেউ যদি গর্হিত কাজ দেখে তবে তা যেন স্বীয় হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তাতে ক্ষমতা না রাখে তবে যেন জবান দ্বারা পরিবর্তন করে। আর তাতেও যদি ক্ষমতা না রাখে তবে যেন কলব দ্বারা পরিবর্তন করে। আর এটা হলো ঈমানের দূর্বলতম স্তর।[১২৯] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

قد قال بعض علمائنا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين

অর্থ: আমাদের কতেক আলিম বলেন, ১ম দায়িত্বটি (হাত দ্বারা প্রতিহত করা) সরকারের, ২য় দায়িত্বটি (জবান দ্বারা প্রতিহত করা) আলিমদের এবং ৩য় দায়িত্বটি সাধারণ মুমিনদের জন্য।[১৩০]

তৃতীয় কাজ: একতাবদ্ধতা

ইকামতে দ্বীনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একতাবদ্ধ থাকা। কেননা, ব্যক্তি পর্যায়ে যা করা যায়, সমাজ পর্যায়ে তা কায়েম করার জন্য একতার বল জরুরি প্রয়োজন। অন্যথায় অপশক্তির মোকাবেলায় দ্বীন কায়েমের চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। হাদীস শরীফে রয়েছে–

مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে সে যেন ইসলামের রজ্জুকে তার গলা থেকে খুলে ফেলল।[১৩১]

---

১২৭. ইবনে মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ২২৪

১২৮. সূরা আসর, আয়াত নং ১-৩

১২৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯

১৩০. মোল্লা আলী কারী, মেরকাতুল মাফাতিহ, খ ৩, পৃ ১৫

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** অর্থ: তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ তাআলার রজ্জু (কুরআন মাজীদ) কে আঁকড়ে ধারণ করো এবং পৃথক হয়ো না।[১৩২]

তাই ইকামতে দ্বীনের সার্থে সকল মুসলিমকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্য নিয়েই সবাইকে কাজ করতে হবে। তবে, এর অর্থ এটা নয় যে, এ উদ্দেশ্যে নতুন কোনো সংগঠন কায়েম করতে হবে। বরং তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, অনেক সময় একতার জন্য সংগঠন কায়েম করাই একতা নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সালাফে সালেহীনের মাঝেও দ্বীন কায়েমের জন্য এরূপ কোনো পন্থা গৃহীত হয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং ইসলামের মূলনীতির অধীনে থেকে প্রত্যেকের কাজ করাই কাম্য হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে যাবে। কেউ নিজে আমল করে, কেউ দাওয়াতের মাধ্যমে, কেউ তালীমের মাধ্যমে, কেউ জিহাদের মাধ্যমে, কেউ দ্বীনের মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করে, এভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে যেতে হবে। এবং সর্বক্ষেত্রে ফিতনা বর্জন ও সংকীর্ণতা পরিহার করে চলতে হবে।

www.muslimdm.com

১৩১. আবু ঈসা আত-তিরমিযী, সুনান, হাদীস নং ২৮৬৩

১৩২ . সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১০৩

ইকামতে দ্বীনের পথে বাঁধাসমূহ

আমাদের দেশে মুসলিম সমাজ বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম নানাভাবে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে কিছু কারণে এ কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে বলে মনে হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. "সংকীর্ণতা" এবং "অপরের ভালোকে সমর্থন না দেয়া"র ব্যধিঃ

মুসলমানদের সকলেই কিছু না কিছু ভাল কাজ করে থাকে। তবে তারা একে অন্যকে সমর্থন দেয় না। ফলে, দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টাগুলো একত্রিত হয়ে একটি বড় কিছু হওয়ার পরিবর্তে অবমূল্যায়নের কারণে তা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছে। সাথে দলীয় কোন্দল বৃদ্ধির কারণে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান "একতাবদ্ধ থাকা"র বিষয়টিও লংঘিত হচ্ছে। অথচ কেউই তা বুঝতে চাইছে না।

২. ইসলাম সম্পর্কে অশিক্ষা ও কুশিক্ষাঃ

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। অথবা কেউ অতি আগ্রহে কুশিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে মানুষের মাঝে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রায়ই অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে এবং মানুষ ইসলামের নূর থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এজন্যে দ্বীনও পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম হচ্ছে না।

৩. সকলের অংশগ্রহণ না থাকাঃ

দ্বীন কায়েমের জন্য সকলের অংশগ্রহণ করা জরূরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন– **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ** অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও।[১৩৩] আল কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে (দ্বীনের উপর) মজবুত করবেন।[১৩৪]

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সকল ঈমানদারের উপর কর্তব্য হলো- আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সাহায্য করা তথা দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করা। অর্থাৎ, ইকামতে দ্বীনের জন্য প্রচেষ্টা করা।

দ্বীন কায়েম করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন

দ্বীন তথা এর প্রধান উৎস আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, **إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون** অর্থঃ নিশ্চয় আমি আল-কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[১৩৫] কিন্তু আল-কুরআনের আহকাম বা বিধি-বিধান ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তিনি মানুষকে দিয়েছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, **أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه** অর্থঃ তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং সে ক্ষেত্রে পৃথক হয়ো না।[১৩৬]

শেষ কথা

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দ্বীন কায়েম করা ফরজ। তাই এ দায়িত্ব পালনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করাও ফরজ। ব্যক্তি জীবনে দ্বীন কায়েম করা ফরজে আইন। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা ফরজে কেফায়া। তাই শরীয়তের বিধানের প্রতি খেয়াল রেখে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.muslimdm.com

১৩৩. সূরা সফ, আয়াত নং ১৪
১৩৪. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ৭
১৩৫. সূরা হিজর, আয়াত নং ৯
১৩৬. সূরা শুরা, আয়াত নং ১৩

পাঠকের পাতা

বইটি পড়ে যা শিখলাম

----

www.muslimdm.com DMKB

প্রতিযোগিতা ফরম

প্রতিযোগীর নাম:...

পিতা: ....

প্রতিষ্ঠানের নাম:...

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:...

শ্রেণি:..

শাখা:........................ রোল: ....

মোবাইল নম্বর

নিজ:.............................. বাবা/মা...............................

স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ি বা হোল্ডিং..

গ্রাম:................................ পোষ্ট:...............................

থানা:................................ জেলা:...............................

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি:

১। এক কথায় প্রশ্নোত্তর ১০০ টি।

২। পাশ মার্ক ৯০% নম্বরে।

৩। প্রতিযোগিতার ১ মাস পূর্বে এই ফরমটি কেটে দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগের অফিসে জমা দিবে এবং ২০০ টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করবে।

৪। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বে অবশ্যই অত্র মাদরাসা অফিসে উপস্থিত থাকবে।

৫। পরীক্ষার তারিখ: ০৪/০৯/২০২৫ ইনশাহআল্লাহ।

৬। পুরষ্কার: **প্রথম- ৫,০০০/- , দ্বিতীয়- ৪,০০০/- , তৃতীয়- ৩,০০০/-**

এছাড়াও রয়েছে ৫০০/- করে আরও ২০ টি সান্তনা পুরষ্কার।

www.muslimdm.com
DMK B